জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শোকবার্তা

দিল্লির বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল প্রশান্ত তামাংয়ের। গায়কের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও অগণিত অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানান

বাড়ল তাপমাত্রা

এক ধাক্কায় প্রায় চার ডিগ্রি বেড়ে গেল কলকাতার তাপমাত্রা। রবিবার সকালে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের চেয়ে যা ১.২ ডিগ্রি বেশি। বুধবার শীত ফিরবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস

অগ্নিগর্ভ বিজেপি-রাজ্য ত্রিপুরা জ্বলছে বাড়ি, বন্ধ ইন্টারনেট

মায়ানমারে পাচার হয়ে যাওয়া ২৭ ভারতীয় যুবক ফিরল দেশে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২৮ ● ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২৭ পৌষ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 228 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 12 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ধরা পড়ে গিয়েছেন, এবার পদত্যাগ করুন মোদি ও শাহ

নয়া ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি!

প্রতিবেদন : এ তো মোদি-শাহর ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ২.০। ১৭ জুন, ১৯৭২-এর পর ৮ জানুয়ারি, ২০২৬। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, কেলেঙ্কারির কেন্দ্রবিন্দু এই ভারত। মোদি-শাহর ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় তৈরি করার জন্য লজ্জাজনকভাবে পদত্যাগ করতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে। বাংলায় নির্বাচনের মরশুমে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ২.০-র দায় নিয়ে কি পদত্যাগ করবেন মোদি-শাহরা? সেই প্রশ্ন উঠে পড়ল এবার।

আইপ্যাকের অফিস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশলের নথি চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন ইডি আধিকারিকরা। এসআইআরের নামে ভোট চুরি করতে নেমেছিল বিজেপি। সেই কায়দাও ধরে ফেলেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই নয়া ষড়যন্ত্র রচনা করেছে বিজেপি। বাংলা দখল করতে তৃণমূল কংগ্রেসের ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি চুরি করতে গিয়েছিল ইডি। এবারও তাদের হাতেনাতে ধরেছেন মমতা

বন্দোপাধ্যায়। তাই এবার পদত্যাগ করুন অমিত শাহ! পদত্যাগ করুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১৯৭২-এ বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ওয়াটারগেট কমপ্লেক্সে ডেমোক্রেটিক পার্টির সদর দফতরে ঢুকে গোপন নথি চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছিল পাঁচজন। রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট এই রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আমেরিকার গণতন্ত্র কেঁপে গিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন লজ্জাজনকভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সেই ঘটনা কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে আজও প্রতিপন্ন হয়ে রয়েছে।

ঠিক একইরকম ঘটনা এবার ঘটিয়েছেন মোদি-শাহরা, যাকে অবলীলায় ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ২.০ বলে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁদের পাঠানো ইডির আধিকারিকরা স্ট্র্যাটেজি চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। নৈতিকতা নেই তাই মোদি-শাহ পদত্যাগ করবেন না। নিক্সন করেছিলেন। পদত্যাগ যদি না করেন তবে ছাব্বিশের ভোটে মানুষ জবাব দেবেন বাংলায়, ঊনত্রিশে ফেলবেন মাঠের বাইরে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ধূলিকণা

ধুলো আমাকে তাড়া দিল
ধুলোয় আমাকে উড়িয়ে দিল
ধূলিত ধুলায় আমি ভাসলাম
ভাসালাম আরও অনেককে
ভাসতে ভাসতে মুঠো মুঠো ধুলো
সারা দেহতে ঢাকল ধূলিমাকে
পবিত্র ধুলার এ ধূলিকণায়
আমার মৃত্তিকা মা হল ধন্য।
ধন্য আমার ধূলিকণা
ধন্য আমাদের মাটি
মাটির মাঝারে ধূলিকণা মিশে
জীবনকে করল খাঁটি।
মাটির মানুষ আসল মানুষ
মাটিতে হয় সম্পূর্ণ।

চক্রান্ত স্পষ্ট ইডির পিছনে শাহবাহিনী

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার সহযোগী সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়ি ও অফিসে ইডির অভিযানের পরেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি আঙুল তুলেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দিকে। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পেরতে না পেরতেই বিভিন্ন সূত্র

মারফত যেসব খবর সামনে আসছে, তাতে দলনেত্রীর অভিযোগই যে সঠিক সেটা প্রমাণিত হচ্ছে। একটি সূত্র বলছে, সরাসরি শাহর দফতর থেকেই গোটা পরিকল্পনার ছক কষা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি (এরপর ১০ পাতায়)

সার-চাপে বিএলও আত্মঘাতী

প্রতিবেদন : এসআইআরের কাজের চাপে ফের আত্মঘাতী বিএলও। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত পাইকমারি চর এলাকায়। নাম হামিমুল ইসলাম (৪৭)। তাঁর কর্মক্ষেত্র পাইকমারি চর কৃষ্ণপুর বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ঘরের ভিতরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআরের অত্যধিক কাজের চাপের ফলে বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। পরিবারের সদস্য এবং কয়েকজন বন্ধুকে জানিয়েছিলেন আর

আত্মঘাতী বিএলও হামিমুল ইসলাম।

চাপ নিতে পারছেন না। শনিবার প্রতিদিনের মতোই স্কুলে গিয়ে আর ফেরেননি। পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রাত এগারোটা নাগাদ কৃষ্ণপুর বয়েজ স্কুলের একটি ঘরে ওই শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত ওই বিএলও-র দাদা ফরমান উল কালাম বলেন, নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এসআইআরের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তার উপর যেভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছিল তা সহ্য করতে না পেরেই আমার ভাই হামিমুল আত্মহত্যার পথ বেছে (এরপর ১০ পাতায়)

ফলতার হরিণডাঙা বিডিও অফিস মাঠের 'সেবাশ্রয় ২'-এর স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

বিএলও মৃত্যু : জবাব চেয়ে সিইও দফতরের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে এখনও রাজ্যে বিএলওদের মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। কমিশনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে অসম্ভব চাপের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে তাঁদের। তার জেরে কেউ কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সবকিছু দেখেশুনেও সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলছে নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাই বিএলও মৃত্যুর ঘটনায় কমিশনের নীরবতার জবাব চেয়ে রবিবার ফের পথে নামল বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি।

আর কতদিন বিজেপির দালালি করে যাবে নির্বাচন

কমিশন? এই প্রশ্ন তুলে এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের বাইরে বিক্ষোভে বিএলও ও তাঁদের সহকর্মীরা। (এরপর ১০ পাতায়)

মিলনমেলায় আজ ডিজিটাল যোদ্ধাদের সঙ্গে সভায় অভিষেক

প্রতিবেদন : বাংলা আজ বহিরাগত জমিদারদের হাতে অপমানিত, লাঞ্ছিত। সেই বাংলাবিরোধীদের মিথ্যা ও অপপ্রচারের মোকাবিলায় তৃণমূল ময়দানে নামিয়েছে ডিজিটাল যোদ্ধাদের। ডিজিটাল দুনিয়ায় সেনা নামাতে নতুন কর্মসূচি চালু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার কলকাতার মিলনমেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সেই ডিজিটাল যোদ্ধাদের সঙ্গে বিশেষ সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা দলের হয়ে (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

12 January, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৮৬৩ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২) এদিন কলকাতায় সিমলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। এক কথায় তিনি শিবসাধক, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। তাঁর বেদান্ত খুব সহজ, সরল। দেবতাকে থাকতে হলে এই জগতেই থাকতে হবে। বস্তুত তিনি জগতেই আছেন, প্রতিটি জীবে, প্রতিটি ধূলিকণায়— জীবই শিব। এই 'শিবত্ব'ই জগতের সব কিছুকে যুক্ত করেছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, সেই দেবতাকে ছেড়ে অন্য কোথায় ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াও! শিবের অন্বেষণ জীবের ভিতরেই করতে হবে। মানুষের জন্য যে কাজ, সে কাজ এই শিবত্ববোধে করলে কোনও জীবিকাই শাসন, শোষণ, বঞ্চনার মধ্যে সাধিত হতে পারে না। আপাতত এই দেশে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে টানাটানি চতুর্দিকে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বিবেকানন্দকে তাঁদের দলের লোক বলে প্রমাণ করার জন্য সদা সচেষ্ট। বিবেকানন্দের মূর্তি প্রয়োজন ও সুযোগমতো প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা ঘোষণা করতে ব্যস্ত যে, বিবেকানন্দের গৈরিক বস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের গৈরিকীকরণযজ্ঞের গভীর যোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মানুষের আবেগকে উসকে তোলার জন্য বিবেকানন্দের ছদ্ম-মুখোশে মুখ ঢাকতে চাওয়া ও বিবেকানন্দের ছদ্মঢাল সামনে রাখার কার্যক্রম ইদানীং সর্বত্র চোখে পড়ে। বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কবিহীন এই রাজনৈতিক কৌশল— নিতান্তই ভোটপন্থী চাতুর্য। বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর তাঁর বাণী ইংরেজ সরকারের কাছে মুচলেকা দেওয়া হিন্দুত্ববাদীদের নয়, দেশব্রতী কর্মযোগীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেকথা সর্বতোভাবে মনে রাখা দরকার।

১৯৩৩ প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য (১৯১৩-১৯৩৩)-এর এদিন ডগলাস হত্যা মামলার বিচারে ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজবন্দি কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে কানে কানে জানতে চেয়েছিলেন, 'ভাই, কাউকে কিছু বলবার আছে কি?' এর উত্তরে প্রদ্যোত বলেছিলেন, 'আমার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যেন একটি করে শহিদ তৈরি হয়।' আর জেল থেকে মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মা তোমার প্রদ্যোত কি কখনও মরতে পারে? আজ চারিদিকে চেয়ে দেখো, লক্ষ লক্ষ প্রদ্যোত তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম, মা অক্ষয় অমর হয়ে— বন্দে মাতরম্...।'

১৯৩৪ জালালাবাদের পাহাড়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অপরাধে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগী তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির দিন প্রায় পঞ্চাশ জন পুলিশ নিযুক্ত করা হয়েছিল কারাগারের ফটকের সামনে। ফাঁসির পরে একটি ট্রাকে করে সূর্য সেন ও তাঁর বিপ্লবী সাথী তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় চার নম্বর জেটির কাছে। সেখানে তখন একটি জলযান নিয়ে হাজির আরও কিছু সশস্ত্রবাহিনী ও অফিসারের দল। জলযানে তুলে দেহ দু'টি বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রা শুরু করলে কয়েক জন ব্রিটিশ মৃতদেহ দু'টিতে পদাঘাত করতে শুরু করে। এই অমানবিক দৃশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ব্রিটিশরা নিবৃত্ত হয়। দেহ দু'টিকে পৃথক ভাবে লোহার দড়ি দিয়ে বেঁধে ছুঁড়ে ফেলা হয় বঙ্গোপসাগরের অতলে।

২০০৫ অমরেশ পুরী (১৯৩২-২০০৫) এদিন মারা যান। অভিনয় শুরু করলেন পৃথ্বী থিয়েটারে। ক্রমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মঞ্চজগতে পরিচিত হয়ে উঠলেন। স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৯ সালে এল সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার। সত্তরের দশকেই বিজ্ঞাপনের ছবি হয়ে অবশেষে সিনেমায় অভিনয়। তখন জীবনের চল্লিশটা বসন্ত পেরিয়ে গিয়েছে। সত্তরের দশকে তিনি মূল খলনায়কের সহকারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তার পর থেকে ক্রমে তিনি-ই হয়ে ওঠেন এক ও অদ্বিতীয় খলনায়ক। মূল খলনায়ক হিসেবে তিনি প্রথম নজর কাড়েন ১৯৮০ সালের ছবি 'হম পাঁচ'-এ। হলিউডে রিচার্ড অ্যাটেনবোর-র 'গান্ধী' এবং স্টিভেন স্পিলবার্গের 'ইন্ডিয়ানা জোনস অ্যান্ড দ্য টেম্পল অব ডুম' অমরীশের মুকুটে নতুন পালক যোগ করে।

১৮৮৬ নেলি সেনগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৭৩) ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ফ্রেডারিক গ্রে, মায়ের নাম এডিথ হেনরিয়েটা গ্রে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সঙ্গে বিয়ে হয়। স্বামীর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। মদনমোহন মালব্যর পর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন।

১৯১৩ ধীরেন্দ্রলাল ধর (১৯১৩-১৯৯১) জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যের জন্যে ১৯৭৯-এ ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করে। 'মৃত্যুর পশ্চাতে', 'গল্প হলেও সত্যি', 'আমার দেশের মানুষ', 'মহাকালের পূজারী', 'পশ্চিম দিগন্তে, বিপদের বেড়াজাল', 'সিপাহী যুদ্ধের কাহিনী', 'অসি বাজে ঝনঝন', 'এই দেশেরই মেয়ে' প্রভৃতি তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থাবলি।

নজরকাড়া ইনস্টা

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

ইমন চক্রবর্তী

টুইঙ্কল খান্না

কর্মসূচি

বারাসতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা উপলক্ষে রাজারহাটে প্রস্তুতিসভায় সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

অসমের কাছাড় জেলার কাটিগড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং দলের কর্মী-সমর্থকরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১২

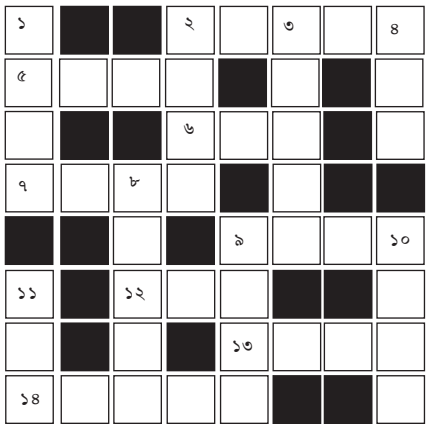

পাশাপাশি : ২. জন্ম থেকে, আজন্ম ৫. নমনযোগ্য ৬. অগ্নির পুত্র ৭. পক্ষের লোকজন, সাঙ্গোপাঙ্গ ৯. বেলগাছ ১২. নৌকার কর্ণধার ১৩. দায়িত্ব ও অধিকার ১৪. দ্বিশফ।

উপর-নিচ : ১. ধনবান বলে অহংকার ২. বিষ্ণু ৩. বিপ্লব, বিদ্রোহ ৪. কুসুম কুসুম গরম ৮. ঘুঘুপাখি ৯. হিন্দুদের এক পদবি ১০. কেন্দ্র মুখোমুখি, সামনা-সামনি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১১ : পাশাপাশি : ১. অরুচি ৩. আলবাঁধ ৫. রহস্যকাহিনি ৭. গজব ৮. কর্তামা ১০. কুমুদবান্ধব ১২. সংকট ১৩. তফাত। **উপর-নিচ:** ১. অভিযোগ ২. চিনিরবলদ ৩. আলস্য ৪. ধমনি ৬. কালকবলিত ৯. মালামত ১০. কুবাস ১১. বাজেট।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাগর মেলার পথে। কলকাতায়

আমার শহর

12 January, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

দিল্লির বাড়িতে হৃদরোগে মৃত্যু প্রশান্ত তামাংয়ের

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়ান আইডলখ্যাত গায়ক-অভিনেতা প্রশান্ত তামাং রবিবার ভোরে প্রয়াত হয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশান্ত তাঁর দিল্লির বাড়িতেই ছিলেন। ভোরে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। চিকিৎসকদের অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু। ৪৩ বছরের প্রশান্তর মৃত্যুতে স্তম্ভিত মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের জনপ্রিয় ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী প্রশান্ত তামাংয়ের অসময়ে আকস্মিক মৃত্যুতে আমি গভীর শোকাহত। শোকপ্রকাশ করেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

প্রশান্তর উত্থান স্বপ্নের মতো। ছিলেন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। কিন্তু সঙ্গে ছিল গানের শখ। সেই শখ মেটানোর জন্যই ২০০৭ সালে ইন্ডিয়ান আইডলে নাম লেখান। তারপরেই ফিল্মি চিত্রনাট্যের মতো বদলে যায় প্রশান্তর জীবন। গান না শিখেও শুধুমাত্র গানের প্যাশন, কণ্ঠ আর সারল্য দিয়ে মন জয় করেন দার্জিলিংয়ের ছেলেটি। জেতেন ইন্ডিয়ান আইডল। এরপর গানের জগতে নিজের জায়গা করেছেন সঙ্গে অভিনয়ও। 'বীরগোখালি' বা 'আসারে মাহিনামা'র মতো জনপ্রিয় গান প্রশান্তর গাওয়া। আবার সম্প্রতি পাতালোক সিজন-২-এ ড্যানিয়েল লেচোর চরিত্রে অভিনয় করেও প্রশান্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও নিজের জায়গা তৈরি করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রশান্ত ছিলেন পরিবারমুখী। ২০১১ সালে নাগাল্যান্ডের গীতা থাপাকে বিয়ে করেন। তাঁদের একমাত্র কন্যার নাম আরিয়াহ। সেই প্রশান্তর হঠাৎ মৃত্যু সকলকে চমকে দিয়েছে। অরুণাচল থেকে অনুষ্ঠান সেরে দিল্লি ফেরার পরেই এই ঘটনা। প্রশান্ত কি অসুস্থ ছিলেন? পরিবার জানাচ্ছে, সেরকম কিছুই ছিল না। প্রশান্তর বেড়ে ওঠা দার্জিলিংয়ে। প্রচণ্ড জনপ্রিয় সেখানে। রবিবার সারাদিন পাহাড়ের মানুষের চোখে জল প্রশান্তর জন্য।

বৃদ্ধের অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : কলকাতায় ফের একাকী বৃদ্ধের মৃত্যু। আর্মহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকায় বন্ধ ঘরের ড্রয়িংরুমে মিলল বৃদ্ধের অর্ধনগ্ন দেহ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। দেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন কিংবা ঘরে ধস্তাধস্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। খুন নাকি আত্মহত্যা, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে আর্মহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অমিতাভ দে (৬২)। চিন্তামণি দাস লেন এলাকায় একাই থাকতেন অবিবাহিত অমিতাভ। যোগাযোগ ছিল শুধু ভাগ্নে দেবাশিসের সঙ্গে। শনিবার সকাল থেকে বৃদ্ধার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে পুলিশকে জানান তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ডাকাডাকিতেও সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। বসার ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা অর্ধনগ্ন অমিতাভবাবুকে উদ্ধার করে পুলিশ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

মেট্রোয় আত্মহত্যা, ব্যাহত পরিষেবা

প্রতিবেদন : রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় কলকাতা মেট্রোয় আত্মঘাতী ঝাঁপ! ব্লু লাইনে ব্যাহত পরিষেবা। প্রায় একঘণ্টা ভাঙাপথে মেট্রো চলাচলের পর স্বাভাবিক পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, রবিবার সন্ধ্যায় ৬টা ৩২ মিনিটে ভবানীপুর এলাকার নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের আপ লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক মাঝবয়সী ব্যক্তি। চালক কোনওরকমে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনার জেরে ব্লু লাইনের মেট্রো পরিষেবা মুহূর্তের মধ্যে থমকে যায়। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। কিছুক্ষণ পর ভাঙাপথে চালু হয় পরিষেবা। ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর ও শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন পর্যন্ত আংশিকভাবে মেট্রো চালানো হয়। ছুটির দিনের সন্ধ্যায় ঘুরতে বেরিয়ে ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা। অনেকে মেট্রো থেকে নেমে গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য বিকল্প রাস্তা নেন। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার পর পুরোপুরি পরিষেবা চালু হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ কাঠামো 'সার্কুলার ইকোনমি'র পথে বাংলা

প্রতিবেদন : বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে সার্কুলার ইকোনমির দিকে এগিয়ে চলেছে। কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভায় রাজ্যের পরিবেশ সচিব রোশনি সেন জানিয়েছেন, রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দফতরের উদ্যোগে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। পুনর্ব্যবহারকারী এবং পুনরায় প্রক্রিয়াকরণকারী সংস্থাগুলিকে শিল্পের স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এক জানালা সিস্টেমের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগ অনুমোদনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে রাজ্যস্তরের নোডাল ও কার্যকরী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিউ টাউনে দৈনিক পাঁচশো টন ক্ষমতাসম্পন্ন নির্মাণ ও ধ্বংসাবশেষ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং সমস্ত নির্মাণকারী সংস্থাকে এই কেন্দ্র ব্যবহারের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর হার্ডওয়্যার পার্কে অত্যাধুনিক ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে।

তিনি আরও জানান, সরকারি জমিতে অনুমোদিত শিল্প পার্ক হিসেবে পুনর্ব্যবহার শিল্প গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। হাওড়া জেলায় একটি নিবন্ধিত যান স্ক্র্যাপিং কেন্দ্র ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করতে বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। গ্রামীণ কসাইখানার বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদনের প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই পেটেন্টপ্রাপ্ত এবং আলু ও সবজি চাষে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। ফল ও সবজির আগাম ও পরবর্তী ক্ষতির মাধ্যমে নষ্ট হওয়া উৎপাদনকে মূল্য সংযোজিত খাদ্যপণ্যে রূপান্তরের প্রকল্পও গ্রামীণ মহিলা পরিচালিত কৃষক উৎপাদক সংগঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি আরও জানান, প্লাস্টিক, ব্যাটারি এবং ই-বর্জ্য সংক্রান্ত এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপনসিবিলিটি ব্যবস্থার অধীনে উৎপাদক, আমদানিকারক, ব্র্যান্ড মালিক ও পুনর্ব্যবহারকারীদের শতভাগ নথিভুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিক পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। শহর ও পুর এলাকাগুলি থেকে সংগৃহীত পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য ত্রিশের বেশি অনুমোদিত সংস্থাও ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। গত অর্থবর্ষে এক লক্ষ কিলোগ্রামেরও বেশি ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার আগে বাবুঘাটে ট্রানজিট ক্যাম্পে গানে মাতলেন মথুরা থেকে আগত একদল মহিলা পুণ্যার্থী। রবিবার। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিপুরায় নাটক, আর বাংলায় হলে সেটা কী? গদ্দারকে প্রশ্ন দেবাংশুর

সংবাদদাতা, হাওড়া : ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতাদের ওপর হামলা হলে তাকে 'নাটক' বলে তাচ্ছিল্যের সুরে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ত্রিপুরায় হলে নাটক, আর বাংলায় হলে কী? রবিবার এই মর্মে গদ্দার অধিকারীকে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য।

শনিবার চন্দ্রকোনায় কনভয়ে হামলার অভিযোগ তুলে থানার সামনে প্রায় ছ'ঘণ্টা মাটিতে বসে অবস্থান বিক্ষোভ করেন গদ্দার। এদিন সেই অসভ্যতার পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে হাওড়ার কাসুন্দিয়া এলাকায় কড়া ভাষায় তোপ দাগেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। বলেন, যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় যান, তখন তাঁর গাড়িতে রড, বাঁশ, ইট ছুঁড়ে হামলা করা হয়। আমরা যখন ত্রিপুরায় যাই, আমাদের গাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। আমাদের সঙ্গে থাকা

সুদীপের মাথা ফাটে, জয়া দত্তর কান থেকে গলগল করে রক্ত বেরোয়, আমাদের পিঠে কাচের টুকরো ঢুকে যায়। তখন বলা হয়—ওরা নাটক করছে। তাঁর প্রশ্ন, ত্রিপুরায় হলে নাটক, আর বাংলায় হলে কী? জয় বাংলা স্লোগানে আপনি এত খেপে যান কেন? দেবাংশু টিপ্পনী কেটে বলেন, অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদি শুভেন্দু অধিকারীকে বেলেবেলে সেকশনের মাধ্যমে দলে এনেছেন। তা না হলে সারদা ও নারদা কাণ্ডে ছ' বছর জেলেই কেটে যেত।

'স্বচ্ছ সাথী' অ্যাপ চালু উৎকর্ষ কেন্দ্রের প্রস্তাব

প্রতিবেদন : ডিজিটাল নজরদারির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ সাথী নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করল রাজ্য। এই অ্যাপের মাধ্যমে বাস্তব সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রশাসনিক নজরদারি সম্ভব হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একুশ হাজারের বেশি মানুষকে পরিচ্ছন্নতা মিশন এবং বর্জ্যভিত্তিক সার্কুলার ইকোনমি সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। সার্কুলার ইকোনমিকে কেন্দ্র করে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনেরও প্রস্তাব রয়েছে।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের পরিবেশ সচিব রোশনি সেন জানান, বায়োগ্যাস, পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক সামগ্রী, ইকো ব্রিক, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও নবীকরণযোগ্য শক্তি নিয়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়েছে এবং সেগুলিকে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। দুর্গাপুরে প্লাস্টিক থেকে জ্বালানি তৈরির পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু রয়েছে এবং কম খরচে ভূ-পলিমার কংক্রিট তৈরির গবেষণাও এগোচ্ছে। শিল্প ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলি ভবিষ্যতে সম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণেই সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব।

কসবার ১০৭ নং ওয়ার্ডের টেগোর পার্কে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। রবিবার।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 January, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

অপমানের জবাব

জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এসআইআরের জেরে ইতিমধ্যে বাংলায় ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। একদিকে আতঙ্কে মৃত্যু, অন্যদিকে প্রবল কাজের চাপে কোথাও বিএলওর মৃত্যু হচ্ছে, কোথাও মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা। এত মানুষের মৃতদেহের উপর এসআইআর করে বিজেপি ভোটে জিততে চাইছে। এবং কী আশ্চর্য, একটি মৃত্যুর জন্যও দুঃখপ্রকাশ নেই বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব কিংবা কমিশনের। প্রত্যেকদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্ষুব্ধ বিএলওরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন রবিবারও। দুঃখজনক ঘটনা হল, কমিশন এই মৃত্যুগুলির কারণ অনুসন্ধান করতে কোনও পদক্ষেপই করছে না। কাজের চাপে প্রাণান্তকর অবস্থা। বছরভর ধরে যে পর্ব চলার কথা তা দু'মাসে শেষ করতে গিয়ে এই বিরাট মৃত্যুমিছিল তৈরি করেছে কমিশন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে। বিজেপির লক্ষ্যই হল যেভাবে হোক জিততে হবে। প্রথম শুরু হয়েছিল বঞ্চনা দিয়ে। বাংলাকে হাতে না মেরে ভাতে মারার চেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এরপর বিজেপি-রাজ্য জুড়ে বাঙালিদের উপর আক্রমণ, লুঠ, খুনের ঘটনা। এমনকী বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো নির্মম পদক্ষেপ। সোনালি বিবি ফিরে এলেও আরও অনেকে এখনও বাংলাদেশে। কোর্ট বলে দেওয়ার পরেও নির্লজ্জ উপেক্ষা। এবার নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তে মৃত্যুমিছিল। বাংলার মানুষ যথাসময়ে সঠিক জায়গায় এই অপমানের জবাব দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন

প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়। এই দিবসের উদ্দেশ্য হল যুব সমাজকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করা এবং তাদের আত্মনির্ভর, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ করে তোলা। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে দেওয়া বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণ, যা তিনি 'আমেরিকার আমার ভাই ও বোনেরা' বলে শুরু করেছিলেন, তা আজও সারা বিশ্বের যুবকদের অনুপ্রাণিত করে। এই যুব সমাজই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বার্তা "ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না" আজকের যুবকদের জন্য পথপ্রদর্শক মন্ত্র। জাতীয় যুব দিবস যুবকদের আত্মবিশ্বাস, শক্তিশালী চরিত্র, শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্র সেবার গুরুত্ব বোঝায়। এই দিনটি মনে করিয়ে দেয় যে পড়াশোনা, দক্ষতা, চিন্তাভাবনা এবং সংস্কারের জোরেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, যুবকরা যদি শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হয়, তবে কোনও জাতিই পিছিয়ে থাকতে পারে না। তিনি সেবা, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতাকে জীবনের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জাতীয় যুব দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সত্যিকারের দেশপ্রেম শুধু কথায় নয়, বরং ভাল চিন্তা, কঠোর পরিশ্রম এবং সমাজের জন্য কিছু করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই বার্তাই আজকের যুবকদের একটি উন্নত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। মোদি জমানায় নয়, ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার এই দিনটিকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়ে আসছে এই দিনটি। যুব দিবস পালনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই অপরিসীম। যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে এই দিনটির ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বক্তৃতা, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে যুবসমাজ নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। বর্তমান যুগে যুব দিবসের গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। প্রযুক্তি ও প্রতিযোগিতার এই সময়ে যুবকদের সঠিক দিশা দেখানো অত্যন্ত প্রয়োজন। যুব দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসই একটি উন্নত ও শক্তিশালী ভারতের ভিত্তি। সবশেষে বলা যায়, যুব দিবস শুধুমাত্র একটি স্মরণীয় দিন নয়, এটি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুবসমাজকে দেশ ও সমাজ গঠনের শপথ নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।

— তন্ময় রায়, দমদম, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বৈদেশিক বাণিজ্যে ধারাবাহিকতা পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগমনের অনন্যতা

কলকাতা বিমানবন্দর থেকেও ১৭.২৬ শতাংশ পণ্য রফতানি হয়েছে। এছাড়াও পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে ৭.১১ শতাংশ পণ্য রফতানি হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রধান যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয় তার মধ্যে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, প্যাকেজড ওষুধ, অলংকার, টেলিফোন, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য অন্যতম। এই সকল পণ্যগুলো পশ্চিমবঙ্গের রফতানির লিস্টে অনেকটাই বর্তমান। তাও নাকি বাংলা বাণিজ্যে পিছিয়ে! অপপ্রচারের জবাব দিতে কলম ধরেছেন অধ্যাপক **ড. রূপক কর্মকার**

কোনও দেশের বহির্বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাফল্য অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। বাণিজ্য সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, প্রযুক্তির আদান-প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে শুধু নয়, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিও আনে। তবে সবটাই বাণিজ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা বা বাজারের বৈচিত্রের অভাব ঝুঁকি ও তৈরি করতে পারে। সাধারণত বহির্বাণিজ্য একটি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি।

এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলেও, এর সুফল পুরোপুরি পেতে হলে উৎপাদনশীলতার বৈচিত্র আনা এবং আমদানি-রফতানির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। পরিসংখ্যান বলছে বর্তমানে বিশ্বে পণ্যদ্রব্য রফতানিতে ভারতের অংশীদারত্ব প্রায় ২ শতাংশ। তবে এই অংশীদারত্ব কোনও একটি রাজ্যের উপর নির্ভর করে হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষের স্থান বৈদেশিক বাণিজ্যে সুদৃঢ় হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করে। বিশেষত রাজ্যের সমৃদ্ধ শিল্প, কৃষি সম্পদ ও কৌশলগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বৈদেশিক বাণিজ্যে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। লজিস্টিক ব্যবস্থার উন্নতি যেন ব্যবসায়িক সাফল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। বেশ কিছু পণ্য আছে যেগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

ট্যানারি শিল্পের কারণে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদিত চামড়া ভারতবর্ষের পণ্য রফতানিতে বড় অংশীদারের ভূমিকা পালন করে। এছাড়া দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা বিশ্ববাজারে বেশ সমাদৃত। ভারতবর্ষের যে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ দ্রব্য বৈদেশিক বাজারে রফতানি হয় চা তার মধ্যে অন্যতম। সংযুক্ত আরব এমিরেটস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, ভুটান ও চিনের মতো দেশগুলো পশ্চিমবঙ্গের পণ্যের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার। কৌশলগত অবস্থানের কারণে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুল সুবিধা ভোগ করে থাকে। বিশেষত নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের সীমানা কাছাকাছি থাকার ফলে পণ্য রফতানির খরচ খুব কম হয় এতে লাভের পরিমাণ ও বেশি হয়। ভারতবর্ষের বাণিজ্য মন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত FIEO (Federation of Indian Export Organisation) থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রফতানির পরিমাণটা ছিল ১১.৬৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রফতানির পরিমাণটা বেড়ে হয়েছে ১২.৬৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারের। ভারতবর্ষের যে দশটি রাজ্য থেকে সবাধিক রফতানি হয় তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্থান যেখানে ছিল দশম, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা

এক ধাপ উন্নীত হয়ে নবম-এ এসেছে। ভারতবর্ষ থেকে যে পরিমাণ পণ্য বিদেশের বাজারে রফতানি হয় তার ২.৮৯ শতাংশ পণ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে রফতানি হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে দশটি দেশে সর্বাধিক পণ্য রফতানি করা হয় তার মধ্যে প্রথম পাঁচটি দেশ হল সংযুক্ত আরব এমিরেটস (১৬.২৬%), বাংলাদেশ(১৩.৫৮%), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৯.২১%), নেপাল (৮.৪১%) ও ভুটান (৫.০৬%)। ভারতবর্ষ থেকে মোট ১৬৯ ধরনের দ্রব্য বিদেশে রফতানি হয়। এই ১৬৯টি দ্রব্যের মধ্যে প্রায় ১৬১টি পণ্য পশ্চিমবঙ্গের রফতানির লিস্টে বর্তমান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চাল, পেট্রোলিয়াম দ্রব্য, চামড়ার জিনিস, লোহা, স্টিল, সোনার অলংকার, সামুদ্রিক দ্রব্য, অর্গানিক কেমিক্যাল, চা ইত্যাদি।

বঙ্গোপসাগরের নৈকট্য বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে আরও সহজ করে তুলেছে পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের তৈরি উন্নত সড়ক ব্যবস্থার দরুন জলপথ, স্থলপথ ও আকাশ পথের সংযোগস্থাপন আরও সহজতর হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট রফতানির ৩৯.৪৮ শতাংশ পণ্য রফতানি কলকাতা বন্দর থেকে হয়েছে। এমনকী কলকাতা বিমানবন্দর থেকেও ১৭.২৬ শতাংশ পণ্য রফতানি হয়েছে। এছাড়াও পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে ৭.১১ শতাংশ পণ্য রফতানি হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রধান যে সকল দ্রব্য রফতানি হয় তার মধ্যে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, প্যাকেজড ওষুধ, অলংকার, টেলিফোন, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য অন্যতম। এই সকল পণ্যগুলো পশ্চিমবঙ্গের রফতানির লিস্টে অনেকটাই বর্তমান।

বিগত একদশকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের চেহারা অনেকটাই বদলেছে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও উৎপাদনশীলতার ওপর ভর করে বিশ্বব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান বেশ সুদৃঢ় হয়েছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গ থেকে রফতানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার প্রভাব শুধু রাজ্যের অর্থনীতিতেই নয়, দেশের অর্থনীতিতেও পড়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

ফলতার সেবাশ্রয় ২ শিবিরে মানুষের পাশে অভিষেক

ফলতায় সেবাশ্রয়-২ শিবির পরিদর্শন করলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে একমাসেরও বেশি সময় ধরে সেবাশ্রয়-২ স্বাস্থ্যশিবিরে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবায় উপকৃত মানুষের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২ লক্ষ। মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজ, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়ার পর এবার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রেও চলছে সেবাশ্রয় শিবির। রবিবার ফলতার একটি মডেল সেবাশ্রয় ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফলতার হরিণডাঙা বিডিও অফিসের মাঠে সেবাশ্রয়-২ শিবিরে সাংসদকে স্বাগত জানান অগণিত মানুষ। অভিষেককে একবার দেখার জন্য রাস্তার ধারে ভিড় জমান অসংখ্য সাধারণ মানুষ। উদ্বেলিত আমজনতার ভালবাসায় ভেসে সৌজন্য বিনিময় করেন অভিষেক। ক্যাম্পে ঢোকার আগেই রাস্তার ধারে জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা চিকিৎসার জন্য আসা এক চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে নিজের গাড়িতে করে শিবির পর্যন্ত পৌঁছে দেন সাংসদ। এদিন ক্যাম্পে রোগীর পরিবার ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ। কার কী সমস্যা রয়েছে, মন দিয়ে সেসব শুনে তার প্রতিকার সম্বন্ধে চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। নিজে হাতে শয্যাশায়ী বৃদ্ধা রোগীকে অক্সিজেনের নল লাগিয়ে দেন। বিরল রোগে আক্রান্ত কিশোরের ক্রন্দনরতা মাকে শিশুর আরোগ্য কামনায় আশ্বস্ত করেন। সেবাশ্রয় কিংবা কলকাতার কোথাও

চিকিৎসা না হলে ভারতের অন্য কোনও জায়গায় ওই কিশোরের উন্নত চিকিৎসার সমস্ত খরচের দায়িত্ব নেন সাংসদ। প্রসঙ্গত, শনিবার পর্যন্ত সেবাশ্রয়-২ শিবিরে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ২,০৬,৭৮৬ জন।

প্রসঙ্গত, রবিবার সেবাশ্রয়ের ৩৮তম দিনের পর সেবাশ্রয়ে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ২,১১,৭০১ জন। এদিন ফলতার ১৯টি শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন ৪,৯১৫ জন। মোট ৩,৪২৬ জনকে চিকিৎসকের পরামর্শের পাশাপাশি বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। দ্রুত ও নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ৩,৪৮০ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ৮ জনকে পরিস্থিতি বুঝে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

চলে গেলেন সমীর পুততুন্ড

প্রতিবেদন : প্রয়াত হলে সমীর পুততুন্ড। রবিবার রাত সোয়া ১১টা নাগাদ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়, বয়স হয়েছিল ৭৩। রেখে গেলেন স্ত্রী অনুরাধা পুততুন্ডকে। মুখ্যমন্ত্রী শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, মনে হচ্ছে নিজের কাউকে হারালাম। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে একসাথে কাজ করেছি। অনুরাধাদির পাশে থাকব সবসময়। বাম আন্দোলন থেকে উঠে আসা সমীর দলীয় মতবিরোধে পিডিএস দল তৈরি করেন। এছাড়াও দেশবাঁচাও গণমঞ্চ ও কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন।

হঠাৎ উধাও শীতের দাপট চার ডিগ্রি বাড়ল তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে একটানা সার্ভিস দিয়ে ক্লান্ত শীত। হঠাৎ করেই তাই না বলে বিরতিতে! একধাক্কায় তাপমাত্রা বেড়ে গেল ৪ ডিগ্রি। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছয় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দিনকয়েক আগেও যা ১০-এর ঘরে আনাগোনা করছিল। কনকনে ঠান্ডা, মুখ লুকিয়ে থাকা সূর্য—এমন আবহাওয়া বেশ উপভোগ করছিলেন শহরবাসী। ২০১২ সালের পরে এবারে শহর আবহাওয়া সুইজারল্যান্ডের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। মোটা কম্বল, সোয়েটার, জ্যাকেট বহুদিন পর কলকাতার ঠান্ডায় ব্যবহার হয়েছে। এরই মধ্যে রবিবার হঠাৎ করে বাড়ল তাপমাত্রা। প্রশ্ন, তবে কি জানুয়ারিতেই বিদায় নিল শীত? এখানে মিলেছে আশার খবর। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শীত সাময়িক বিরতিতে। তাপমাত্রা হঠাৎ করে বাড়লেও এখনই শীত বিদায় নিচ্ছে না। আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত তাপমাত্রা এই স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে। তবে পৌষ সংক্রান্তির (১৪ জানুয়ারি) আগে থেকে শীতের দ্বিতীয় স্পেল শুরু হতে পারে, ফলে পারদ আবার অনেকটাই নামার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙে জাঁকিয়ে শীত অব্যাহত। মালদহ ও দুই দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের উঁচু এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বারাসত পুরসভার উদ্যোগে শুরু বইমেলা

সংবাদদাতা, বারাসত: শুরু হল বারাসত বইমেলা। বাংলা ও বাঙালির আবেগ আবেগ, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে পাথেয় করে চলতি বছর এই মেলা চতুর্থ বর্ষে পা দিল। বইমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যে বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সকল পুরপিতা, পুরমাতা, আধিকারিক সহ বহু বিশিষ্টজন। এবার অনুষ্ঠানে বহিরাগত শিল্পীদের পাশাপাশি বারাসতের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও একাধিক সঞ্চালককে দেখা যাবে। অনুষ্ঠান মঞ্চে।

প্রতিবছরের মতো এবছরেও

বারাসত রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলা চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিনই থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নামীদামি প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের স্টলের পাশাপাশি মেলায় থাকছে পুরনো বইয়ের সম্ভারও।

বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে ও মনীষীদের সম্মাননা দিতে এই বইমেলাই অন্যতম হাতিয়ার হবে বলে দাবি করছেন পুরপ্রধান। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, বই কিনুন, বই পড়ুন, বই পড়ান ও বই উপহার দিন। বই এর থেকে বড় উপহার হয় না। লেখার অভ্যেস করার করতে হবে।

তিনি বলেন, বারাসতের মাটি সংস্কৃতি ও সাহিত্যে অত্যন্ত উর্বর। সেখানে এই বইমেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সীমান্ত শহর বসিরহাটে ক্রিকেটের আসর

সংবাদদাতা, বসিরহাট : শীতকালীন ক্রিকেটের চিরাচরিত উন্মাদনাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতেই বসিরহাট শহরের বুকে অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী ক্রিকেট কার্নিভাল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র বাদলের উদ্যোগে আয়োজিত হল ১৬ দলীয় অভিষেক কাপ ক্রিকেট কার্নিভাল, বসিরহাট সিজন-২। শীতের সকালে মাঠজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমী মানুষের ভিড়, খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাস আর দর্শকদের করতালি মিলিয়ে পুরো পরিবেশটাই হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর। বসিরহাটের প্রান্তিক ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে শুধু বসিরহাট বা

আশপাশের এলাকা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্যের একাধিক দল। বসিরহাট, বারাসাত, কলকাতা ও বীরভূম জেলার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকেও দল এসে অংশ নেয় এই ক্রিকেট কার্নিভালে।

সংহতি কাপের পুরস্কার বিতরণে বিধায়ক সুকান্ত পাল

কেড়ে নেওয়া হল উপার্জনের টাকা, বলানো হল জয় শ্রীরাম

বাংলা বলায় বিজেপির ওড়িশায় আক্রান্ত হুগলির পরিযায়ী শ্রমিক

প্রতিবেদন : ফের অপদার্থ বিজেপির ওড়িশা। ফের আক্রান্ত বাংলার শ্রমিক। বাংলায় কথা বলায় হুগলির গোঘাটের বাঙালি শ্রমিককে মারধর করে টাকাপয়সা কেড়ে নিল গেরুয়া দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয়, অকথ্য অত্যাচারের পাশাপাশি সংখ্যালঘু যুবককে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয়েছে! কোনওমতে দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য বিজেপির ওড়িশা থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরলেন শ্রমিক। গেরুয়া রাজ্যে ফের বাংলার শ্রমিকের উপর আক্রমণে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সমাজমাধ্যমে দলের কড়া বার্তা, বিজেপি-শাসিত ওড়িশায় বাংলা বলার 'অপরাধে' হুগলির গোঘাটের বাসিন্দা রাজা আলিকে নির্মমভাবে মারধর করল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বাঙালি হওয়া কি এখন অপরাধ? বিজেপি কোন দেশ তৈরি করতে চাইছে? হিংসা-রাহাজানি আর কতদিন? বাংলার মানুষের উপর এভাবে দিনের পর দিন নৃশংস আক্রমণ আর সহ্য নয়। বাঙালির গায়ে হাত দিলে পার পাবে না বিজেপি। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব!

গোঘাটের বাসিন্দা রাজা আলি প্রায় ৮ মাস আগে ওড়িশার কটকে পাথর-শ্রমিক হিসাবে কাজে যান। তাঁর দাবি, এর আগেও বাংলায় কথা বলায় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে কার্যত লুকিয়েই কাজ

বাড়ি ফেরার পর ওড়িশায় আক্রান্ত শ্রমিক।

করতেন। যে ঘরে ভাড়া থাকতেন সেখানে ঝামেলা এড়াতে দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিতেন বাড়ির মালিক। কিন্তু বুধবার ১০-১২ জন মিলে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে রাজাকে বেধড়ক মারাধর করে। অভিযোগ, তাঁকে জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয়। কেড়ে নেওয়া হয় কষ্ট করে জমানো ৫০ হাজার টাকা।

রাজা অভিযোগ, বুধবার রাতেই দুষ্কৃতীদের আক্রমণের পর সেখান থেকে বাসে করে বাড়ি ফিরে আসি। বাবা-মা আমাকে আর যেতে দেবে না বলছে। কী করে সংসার চলবে তা নিয়ে চিন্তায় আছি! বিজেপিকে আক্রমণ করে আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অনলাইনে এক ক্লিকে মিউটেশন সংক্রান্ত অভিযোগ-ব্যবস্থা রাজ্যে

প্রতিবেদন : জমি কেনার পর পরচা তৈরি বা মিউটেশন বা নতুন মালিকের নামে জমি নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া আরও সরল হচ্ছে। আর দফতরে দফতরে ঘুরতে হবে না, অনলাইনে এক ক্লিকেই মিউটেশন সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে নবান্ন।

ভূমিসংস্কার দফতরের 'বাংলার ভূমি' পোর্টালকে নতুন রূপে সাজানো হচ্ছে। এই পোর্টালেই যুক্ত হচ্ছে 'অ্যাপিল মডিউল'। নির্দিষ্ট লিঙ্কে ক্লিক করলেই মিউটেশন সংক্রান্ত সমস্যায় অ্যাপিল করা যাবে। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি হচ্ছে কি না, তা রাজ্যস্তরে সরাসরি নজরদারি করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে জমির মিউটেশন করতে গেলে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয় ক্রেতা ও বিক্রেতাকে। বিক্রেতার নাম সরকারি খাতায় নথিভুক্ত না থাকলে, যাঁর নামে জমি রেকর্ড রয়েছে, তাঁকেও শুনানিতে হাজির হতে হয়। এই শুনানি পর্ব শেষে রেভিনিউ অফিসার বা বিএলআরও মিউটেশনের অনুমতি দেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার ডিএলআরও-র দফতরে আপিল করতে হয়। নতুন অনলাইন ব্যবস্থায় সেই আপিলের প্রক্রিয়াও ডিজিটাল হবে। পাট্টা ও বর্গা সংক্রান্ত অভিযোগও এই আপিল মডিউলের মাধ্যমে দায়ের করা যাবে। বর্গাদারের নাম বাদ পড়া, ফসলের ভাগ নিয়ে বিবাদ কিংবা পাট্টার জমি অপব্যবহার—এই ধরনের অভিযোগগুলিরও নিষ্পত্তি অনলাইনের মাধ্যমেই ত্বরান্বিত করা যাবে।

প্রতি বছর রাজ্যে ২০ থেকে ২৫ হাজার আপিল জমা পড়ে। কোনও জেলায় যেখানে সংখ্যাটি ৫০০, আবার কোনও জেলায় তা দু'হাজার ছাড়িয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। নতুন অনলাইন ব্যবস্থা চালু হলে আপিল সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এক ক্লিকেই পাওয়া যাবে। ফলে অযথা কোনও মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হবে না বলেই আশাবাদী নবান্ন।

মার্কশিটে থাকবে 'ইউভি সিকিউরিটি থ্রেড কোড'

প্রতিবেদন : এবার ভারতীয় নোটের মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটে। জালিয়াতি রুখতে কড়া পদক্ষেপ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের। চতুর্থ সেমিস্টারের পর যে চূড়ান্ত মার্কশিট দেওয়া হবে তাতে থাকবে 'ইউভি সিকিউরিটি থ্রেড কোড'। মার্কশিটে থাকবে একটি রুপোলি তার, যা খালি চোখে দেখা যাবে না। আলোয় ধরলে ফুটে উঠবে, ঠিক যেমন ভারতীয় নোটে থাকে। ইউভি থ্রেডের পাশাপাশি বিশেষ কোডও থাকবে মার্কশিটে। এরফলে কোনও ভাবেই মার্কশিট জাল করা সম্ভব হবে না। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, পরীক্ষা ব্যবস্থায় জালিয়াতি রুখতে সংসদ সবসময় সচেতন। তৃতীয় সেমিস্টার থেকেই প্রশ্নপত্রে বিশেষ কোড ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই নয়া পদ্ধতি আনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্রে বিশেষ কিউআর কোড ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯ জানুয়ারি বারাসত কাছারি ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা সফল করতে খড়দহ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস আয়োজিত প্রস্তুতিসভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

শুরু হল অশোকনগর উৎসব

সংবাদদাতা, অশোকনগর : জাঁকজমকভাবে শুরু হল এই বছরের অশোকনগর উৎসব। চলতি বছর চতুর্থ বর্ষে পড়ল এই উৎসব। রবিবার অশোকনগর উটস বের উদ্বোধন করলেন, বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। এছাড়াও ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার সহ সরকারি আধিকারিকরা। অশোকনগরের হরিপুর মাঠে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। এর পাশাপাশি চলবে সৃষ্টিশ্রী মেলা ও খাদি মেলা। এই উৎসবে থাকছেন বাংলার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা। থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রকমারি খাবারের আয়োজন।

অব্যাহতি চেয়ে শাস্তির মুখে এইআরও

প্রতিবেদন : গত শুক্রবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ ভুল-ত্রুটি দেখতে পেয়ে কাজে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ করেছিলেন হাওড়া বাগনানের এইআরও মৌসম সরকার। কিন্তু অব্যাহতি দেওয়ার বদলে তাঁকে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দিল নির্বাচন কমিশনের সিইও দফতর। বাগনানের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের ব্লক অফিসার মৌসম সরকার তাঁর ইস্তফাপত্রে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া গুচ্ছের অসংগতি থাকায় কাজে বাধা পাচ্ছেন তিনি। একইসঙ্গে এই ত্রুটিপূর্ণ এসআইআরের জন্যই যে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, তাও তুলে ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু কমিশনের ভুল ধরার এই 'ঔদ্ধত্য'কে কার্যত হুমকির সুরে জবাব দিয়েছে সিইও দফতর। কমিশনের বক্তব্য, এইআরও মৌসম সরকার যে 'সো কলড' অব্যহতিপত্র দিয়েছেন, তা অর্থহীন। এই ঘটনাকে কমিশনের প্রতি অবমাননা, ঊর্ধ্বতনের প্রতি অধঃস্তনের অসম্মান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অসম্মানের তুলনা করেছে কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে আইন মেনে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ধৃত ছিনতাইবাজ

সংবাদদাতা, হুগলি : আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে চলত ছিনতাই। গত ৮ জানুয়ারিও সেইরকম ভাবেই তারকেশ্বরের চাপাডাঙা এলাকায় একটি চায়ের দোকান ও একটি ট্রাক ড্রাইভারকে পিস্তল দেখিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকা ছিনতাই করে তিন দুষ্কৃতী। এরপরেই অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তারকেশ্বর থানায়। অভিযান চালিয়ে তারকেশ্বর থানার পুলিশ আস্তারা চড়কতলা এলাকা থেকে সেভেন এমএম পিস্তল ও দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার করা হয়েছে অতনু মাইতি নামে এক দুষ্কৃতীকে। পুলিশ জানায়, এর আগেও একাধিক চুরি ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিল অতনু মাইতি। এদিন তাকে চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ঘরছাড়াদের পাশে পুরসভা

প্রতিবেদন : গত বুধবার সন্ধ্যায় বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল আনন্দপুরের নোনাডাঙার বস্তি। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ৫০-এরও বেশি ঝুপড়ি। শীতের শহরে আশ্রয় হারিয়ে পথে বসেছিলেন বহু মানুষ।

এবার সেই ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের পাশে দাঁড়াল কলকাতা পুরসভা। বস্তিবাসীদের জন্য নতুন করে ঘর তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফে। আপাতত ৫৩টি ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। গোটা বিষয়টি তদারকি করছেন রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান ও স্থানীয় ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ১২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ। ইতিমধ্যেই ঘরছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি জন্য স্থানীয় চিনা মন্দিরের একটি কমিউনিটি হলে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরসভার তরফে সেখানে খাবার, পানীয় জল ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ জানিয়েছেন, সব প্রক্রিয়া শেষ করে আগামী সপ্তাহ থেকে নতুন ঘর তৈরির কাজ শুরু করা হবে।

মা হলেন গায়িকা-বিধায়ক অদিতি মুন্সি

প্রতিবেদন: মা হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের গায়িকা-বিধায়ক অদিতি মুন্সি। রবিবার সকালে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন তিনি। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীর মা হওয়ার খবরে খুশির হাওয়া রাজারহাট-গোপালপুর এলাকায়। কারণ, এই কেন্দ্রেরই বিধায়ক তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মা এবং নবজাতক দু'জনেই সুস্থ আছেন। বিধায়কের স্বামী তথা বিধাননগর পুরনিগমের কাউন্সিলর ও মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তীও পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনে উচ্ছ্বসিত। ২০১৮ সালে সাতপাকে বাঁধা পড়েন গায়িকা অদিতি ও যুবনেতা দেবরাজ। ২০২১ সালে অদিতি পা রাখেন সক্রিয় রাজনীতিতে। হন বিধায়ক। এরপর থেকে গান, রাজনীতি ও পরিবার সমান দক্ষতায় সামলাচ্ছেন তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

12 December, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১২ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

বালুরঘাটের চকভৃগু এলাকা থেকে গন্ধগোকুল উদ্ধার করল বন দফতর

উন্নয়নের পাঁচালি

■ উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ১৪ নং কমলাবাড়ি-২ তে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে গেলেন জনপ্রতিনিধিরা। প্রথম কর্মসূচিতে তিনটি টিম উপস্থিত হয় রায়গঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ১৪ নং কমলাবাড়ি-২তে। রবিবার বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর নেতৃত্বে কর্মসূচির প্রচার চলে। ছিলেন দলের জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, রায়গঞ্জ ব্লক-১'এর সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ, উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পূর্ণেন্দু দে, রাজ্য মহিলা তৃণমূলের সম্পাদিকা পম্পা সরকার, প্রমুখ।

রাস্তার সূচনা

■ পথশ্রী প্রকল্পে গোয়ালপোখর ২ ব্লকের সাহাপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন রাস্তার কাজের সূচনা হল রবিবার। মাজার শরিফ থেকে পিতানু নদী পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হবে। পথশ্রী প্রকল্পে এর জন্যে ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাকা রাস্তা নির্মাণে খুশি এলাকাবাসী। এর ফলে বর্ষার সময় যাতায়াতে সুবিধে হবে এলাকাবাসীর। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাকা রাস্তার কাজ করা হল বলে জানান এলাকার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুন্দর কিস্কু। পাকা রাস্তা সংস্কারের কাজে স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

সচেতনতা কর্মসূচি

■ ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ইসলামপুরে হল সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। রবিবার চাকুলিয়ার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এই র‍্যালি। র‍্যালির মধ্যে দিয়ে পথ নিরাপত্তা আইন নিয়ে যানচালক, বাইকচালক ও পথচারীদের সচেতন করা হয়। আইসি রাজু সোনার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের কর্মসূচিতে। পথচলতি বাইক আরোহীদের সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়।

খাঁচাবন্দি লেপার্ড

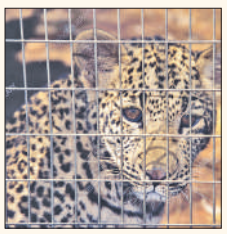

■ কয়েকদিন ধরে এলাকা দাপিয়ে এক শিশুকে জখম করে অবশেষে বন দফতরের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল চিতাবাঘ। রবিবার সকালে বানারহাটে। স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন ভোর সাতটা নাগাদ বন দফতরের পাতা খাঁচার সামনে গিয়ে দেখতে পান, খাঁচার ভিতরে একটি চিতাবাঘ আটকে রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করেন। পরে স্থানীয়রাই বিষয়টি বিন্নাগুড়ি বন দফতরের কর্মীদের জানান। খবর পেয়ে বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

চা-বাগানের পিএফ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের দাবিতে আজ গর্জে উঠবে আইএনটিটিইউসি

প্রতিবেদন : শ্রমিকদের ন্যায্য আদায়ে লড়ছে আইএনটিটিইউসি। এবার চা-বাগানের পিএফ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য অবিলম্বে প্রকাশ করার দাবিতে আজ, সোমবার জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ অফিস ঘেরাও করবে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেবেন সংগঠনের রাজ্যসভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক, জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। ঘেরাও প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, পিএফ অফিসের সঙ্গে একশ্রেণির বাগান মালিক এবং বিজেপি নেতাদের আঁতাতের ফলে কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে বকেয়ার হিসাব পুরো ঘুরিয়ে দিচ্ছে পিএফ অফিস। ৫ কোটিকে দেখানো হচ্ছে ৫০

লাখ। বড় গরমিল হচ্ছে জেনে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ইচ্ছাকৃত কোনও তথ্য দিচ্ছে না পিএফ অফিস। এরফলে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া যাচ্ছে না। এর আগেও দাবি নিয়ে ঘেরাও হয়েছে পিএফ অফিস। কাজ না হলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। সেইমতোই আন্দোলন চলবে। সম্প্রতি কেন্দ্রের অধীনস্থ চার বাগান কারবালা, বানারহাট, চুনাভাট্টি এবং নিউ ডুয়ার্স-এর শ্রমিকদের নিয়ে কনভেনশন করে চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। তখন ঋতব্রত ওই শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। শ্রমিকরা তথ্য দেন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পিএফ জমা হচ্ছে না। সংসদেও এই প্রসঙ্গ তোলেন ঋতব্রত। কেন্দ্রের তরফেও এই গাফিলতি স্বীকার করা হয়। এভাবেই বঞ্চনা চলছে বলে ক্ষোভ উগরে দেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি। এসব প্রসঙ্গে বলে গিয়ে কেন্দ্রের মন্ত্রী ও সাংসদের ভাঁওতার বিরুদ্ধেও তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধরণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০ টাকা মজুরি ৩০০ টাকা করার আশ্বাস দেন। এ নিয়েই বিজেপির সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৩৫০ করার ভাঁওতা দেন নিরীহ শ্রমিকদের। এ নিয়েই ঋতব্রত বলেন, শ্রমিকদের সুরাহা না করে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপি। শ্রমিকরা ওদের ক্ষমা করবেন না। বিধানসভা নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। শ্রমিকরা বিজেপির মিথ্যাচারের জবাব দেবেন।

বালুরঘাটে উন্নয়নের সংলাপ

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সরকারের কাজের খতিয়ান সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে চলছে 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গোফানগর এলাকায় পৌঁছলেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। এদিন তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে কর্মসূচিতে অংশ নেন বালুরঘাট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মলয় মণ্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য অশোক কৃষ্ণ কুজুর, বালুরঘাট ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি রাজীব দাস-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এলাকার একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার, পথসভা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি পালন করা হয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, রাস্তাশ্রী ও পথশ্রীর সুবিধা কীভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে, সেই বিষয়গুলি তুলে ধরা হয় এই কর্মসূচির মাধ্যমে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও প্রস্তাবও শোনা হয়। এই প্রসঙ্গে, বালুরঘাট ব্লক তৃণমূল সভাপতি মলয় মণ্ডল বলেন, তপন বিধানসভার অন্তর্গত গোফানগর এলাকায় এসে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।

■ উন্নয়নে আপ্লুত মানুষ। তৃণমূল সদস্যদের জানালেন বাসিন্দারা।

ফের টয়ট্রেনে চালু জঙ্গল সাফারি, শুরু পরিষেবা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : জঙ্গল সাফারি করে হুডখোলা গাড়ি বা হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে প্রবেশ। বন দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই জিপসি গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সেই দৌড়ে শামিল হতে অভিযানে আবার যুক্ত হল টয়ট্রেন। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের চালু হল টয়ট্রেনের জনপ্রিয় জঙ্গল সাফারি। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে এক বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় নতুন বছরের দ্বিতীয় রবিবার থেকেই এই পরিষেবার সূচনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার এই জঙ্গল সাফারি চালানো হবে। সম্পূর্ণ প্যাকেজ পদ্ধতিতে পর্যটকরা এই বিশেষ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। শিলিগুড়ি জংশন থেকে সকাল ১০টায় টয়ট্রেন যাত্রা শুরু করে সরাসরি গয়াবাড়ি পৌঁছাবে। যাত্রাপথে মহানন্দা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পর্যটকদের জন্য অপেক্ষা করছে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। ভাগ্য সহায় হলে ট্রেন থেকেই দেখা মিলতে পারে বুনো হাতি, বাইসন,

হরিণ কিংবা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে রংটং পর্যন্ত জঙ্গল সাফারি চালু হলেও, এবার আরও বিস্তৃত রুটে পরিষেবা শুরু হওয়ায় আকর্ষণ বেড়েছে বহুগুণ। সুকনা, রংটং, পাগলাঝোরা ও তিনধারিয়া হয়ে পাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও চা-বাগানের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন যাত্রীরা।

ভিন রাজ্যে অত্যাচার শ্রমিকদের সাহায্য তৃণমূল কংগ্রেসের

■ শ্রমিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন প্রসেনজিৎ দাস।

সংবাদদাতা, মালদহ : বাংলায় কথা বলায় বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে অমানবিক অত্যাচার। মালদহে এসে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর এই নির্মম অত্যাচারের কথা শোনেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই পরিযায়ী শ্রমিকেদের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল। রবিবার পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে তুলে দেন মালদহ জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। চাঁচলের সাজনুর পারভিন, গাজোলের বিনয় বেসরা, কালিয়াচকের আমির সেখ ও সুকুরুদ্দিন মোমিন, পুখুরিয়ার পম্পা ঘোষ, রতুয়ার অচিন মুসাহার এবং নীতীশ রবিদাস এই সাতজন পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নিগ্রহের শিকার হন। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা দলীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছতেই দ্রুত সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। রাজস্থান থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া কালিয়াচকের জালালপুরের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক আমির সেখের বাড়িতে যান মালদহ জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। সেখানে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে আমির সেখের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। ছিলেন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা সহ-সভাপতি সাফিউল চৌধুরি, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন,জালালপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি আমির সোহেল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পাশাপাশি রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের চাঁদমুণি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝগড়া পাথার গ্রামেও যান প্রসেনজিৎ দাস।

আমার বাংলা
12 January, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর

প্রতিবেদন : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণদানে রাজ্যে শীর্ষ স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। তমলুকে সৃষ্টিশ্রী মেলার উদ্বোধন করে জানালেন জেলাশাসক ঋষিন ইসমাইল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৭৬ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। প্রতিটিতে গড়ে ১০ জন করে সদস্য। সেই হিসাবে মোট সদস্য সাড়ে সাত লক্ষের বেশি। গত নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় ২,২০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, যা রাজ্যে সবাধিক। পাশাপাশি, প্রতি গোষ্ঠী গড়ে ৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ঋণ পেয়ে এই জেলা রাজ্যে প্রথম এবং সারা দেশে দ্বিতীয় স্থানে বলে দাবি জেলা প্রশাসনের। এ ছাড়াও প্রায় তিন হাজার মহিলাকে ১ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

মারিশদায় আগুনে পুড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

সংবাদদাতা, মারিশদা : শীতের দুপুরে রান্না করতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লেগে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা থানার পাইকবাড় এলাকায়। নাম বিভা মাইতি (২৭)। শনিবার সন্ধ্যায় তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। ৩১ ডিসেম্বর দুপুরে বাড়িতে রান্না করতে করতে কাজু বাদাম ছাড়াচ্ছিলেন বিভা। সেই সময় অসাবধানে কাপড়ে আগুন লেগে যায়। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে কাঁথি মহাকুমা হাসপাতালে পরে শুক্রবার তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই শনিবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয়।

আগুন পোহাতে গিয়ে হলদিয়ায় মৃত যুবক

সংবাদদাতা, হলদিয়া : শীতের দুপুরে আগুন জ্বেলে গা-গরম করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। নাম প্রদীপ মাইতি(৫০)। বাড়ি হলদিয়ার ভবানীপুর থানার বসানচক গ্রামে। রবিবার সকালে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার বাড়ির সামনে আগুন জ্বালিয়ে গা-গরম করছিলেন প্রদীপ। পাশের একটি ঝুপড়িতে আগুন লেগে যায়। নেভাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন প্রদীপ।

চণ্ডীপুরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা যুবকের

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : বিষ খেয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর থানার নারনদাঁড়ি এলাকায়। নাম তরুণ জানা (৩০)। পেশায় ভুষিমাল দোকানের কর্মী। প্রায় আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার। হঠাৎ শনিবার দুপুরে আচমকা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। চণ্ডীপুরের এড়াশাল হাসপাতালে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে শনিবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয়।

বাংলাকে কেন্দ্রের বঞ্চনা, ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বাংলাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা ইত্যাদির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা ব্লকের গোপালনগর জিপিতে। বিশাল জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ছিলেন প্রদীপ মজুমদার ও স্থানীয় নেতৃত্ব।

আইএনটিটিইউসি পুরুলিয়ার ওয়ার্ড সভাপতিদের সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের উজ্জীবিত করতে উদ্যোগী হল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। শনিবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া শহর তৃণমূল কার্যালয়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে পুরুলিয়া পুরসভার ২৩টি ওয়ার্ডের নবনিযুক্ত সভাপতিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় নেতৃত্ব নবনিযুক্ত ওয়ার্ড সভাপতিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন। এর মাধ্যমে সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করা এবং কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়। তৃণমূল শহর শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তরুণকুমার ঝা বলেন, কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও দায়িত্ববোধ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আনতে

অনুষ্ঠানে তরুণকুমার ঝা ও অন্যরা।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠন ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছে। অনুষ্ঠানে তৃণমূল শ্রমিক শহর সংগঠনের সভাপতি তরুণকুমার ঝা ছাড়াও ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের বিবেকানন্দ গোস্বামী, মুকেশ সিং, রাজেশচন্দ্র দাস প্রমুখ।

দোকানে রাতপাহারা দিতে গিয়ে পুড়ে মৃত্যু

প্রতিবেদন : এলাকায় মাঝেমধ্যেই রাতের দিকে দোকানে চুরি হচ্ছে। সেই চুরি ঠেকাতে রাতে দোকানেই ঘুমাতেন অভিজিৎ মণ্ডল। কিন্তু রাতে কোনওভাবে দোকানে আগুন লেগে গিয়ে পুড়ে গিয়ে মৃত্যু হল তাঁর। ঘটনায় শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবার। রবিবার সকালে দোকানের ভেতর দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি শনিবার গভীর রাতের, খড়্গপুর গ্রামীণ থানার কালিয়াড়া দুই নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতের হরিণায়। অভিজিতের বয়স মাত্র ২২ বছর। হরিণায়

অভিজিৎ মণ্ডল।

অশোক মণ্ডলের একটি ভূষিমালের দোকান রয়েছে। বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে। দোকানটি দেখাশোনা করতেন বড় ছেলে অভিজিৎ। আগে দোকানে দু'বার চুরি হয়েছিল। তাই, চুরি ঠেকাতে নিয়মিত রাতে দোকানে গিয়ে ঘুমাতেন অভিজিৎ। শনিবার রাতেও বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে দোকানে শুতে চলে যান। দোকানের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। রাত দেড়টা নাগাদ আশপাশের লোকজনের নজরে পড়ে দোকান থেকে আগুন বেরোচ্ছে।

উন্নয়নের সংলাপ নিয়ে দুয়ারে বিধায়ক বিকাশ

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বাংলার মা মাটি মানুষের সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়নের সংলাপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেলেন সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। শনিবার সিউড়ি বিধানসভার নগরি, সাহাপাড়া ও পাথরচাপড়ি দুটি বুথ নিয়ে এই উন্নয়ন সংলাপ কর্মসূচি করেন বিধায়ক। ছোট ছোট সভা করে গত ১৫ বছরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জন্য কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার বিস্তারিত তালিকা তুলে

গ্রামবাসীদের কাছে বিধায়ক বিকাস রায়চৌধুরি।

ধরেছেন। বিকাশ বলেন, ৩৪ বছরের বাম আমলে বাংলার গ্রামগঞ্জের কী পরিস্থিতি ছিল, সেটা যেমন তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনই ২০১১ সালে বাংলায় সরকার পরিবর্তনের পরে সেই গ্রামগঞ্জের কী কী পরিবর্তন এসেছে, তার খতিয়ানও তুলে ধরা হয়েছে। দুয়ারে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন সেটা মানুষকে আবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই এই উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।

তৃণমূল নেতাকে পোস্টে বেঁধে মার, গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, ময়না : রাতে খেলা দেখে বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূল নেতা সন্দীপন জানাকে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে মারধর করা হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার মল্লিক মোড় এলাকায়। সেই ঘটনায় পুলিশ দুই অভিযুক্ত শেখ আতাবুল ও শেখ রবিউল জামালকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে। রবিবার তাদের তমলুক আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। আক্রান্ত সন্দীপন জানা ময়না পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ। এলাকার একটি মসজিদের জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ তিন বছর ধরে আইনি বিবাদ চলছিল। পরে পুলিশের তরেফ একাধিকবার ওই জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হলেও কাজ হয়নি। এরই প্রতিশোধ নিতে দখলদাররা এভাবে ওই তৃণমূল নেতাকে মারধর করে বলে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতার স্ত্রী। গত শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ ময়নার গড়সাফাদ বাজার থেকে খেলা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন সন্দীপন। সেখানেই তাঁকে দুষ্কৃতীরা ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। পরে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে। ব্লক তৃণমূল সভাপতি মৃণালকান্তি সামন্ত বলেন, অবৈধ উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে এই মারধর। আমরা চাই দোষীরা শাস্তি পাক।

শান্তিনিকেতনে টাইপরাইটার মেশিন নিয়ে চলছে প্রদর্শনী

প্রতিবেদন : টাইপরাইটার মেশিন একটা সময়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র ছিল। অফিসকাছারিতে চিঠি লেখালিখি থেকে দলিল-দস্তাবেজ-টাইপরাইটার মেশিন ছিল অপরিহার্য। চাকরির আবেদন করতেও বেকার ছেলেমেয়েদের টাইপিস্টদের কাছে ধরনা দিতে হত। ইংরেজি কাগজে খবর লিখতে হত টাইপ করে। বিভিন্ন জায়গায় তাই ছিল টাইপিং শেখানোর স্কুল। মাধ্যমিক পাশ করার পরেই ছেলেমেয়েরা সেখানে ভর্তি হয়ে যেত। লক্ষ্য, কোনও অফিসে টাইপিস্টের চাকরি পাওয়া। কেউ কেউ আরও একটু জোর বাড়াতে শিখত শর্টহ্যান্ড। যান্ত্রিক টাইপরাইটারকে প্রথমে ধাক্কা দিল ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার। অনেক সুবিধে, ভুল হলে সহজে সংশোধন করা যায়। শব্দ বা বাক্য এদিক-ওদিক করা যায়। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কম্পিউটার এসে সব শেষ করে দিল। টাইপরাইটার যন্ত্র হয়ে গেল ইতিহাস। সেই টাইপ রাইটারের গল্প এবং ইতিহাস নিয়েই শান্তিনিকেতনে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে অর্থশীলা আর্ট গ্যালারিতে। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর টাইপরাইটার ব্যবহারের ছবিও রয়েছে এখানে। রয়েছে টাইপরাইটার নিয়ে বিভিন্ন গল্প, দেখানো হচ্ছে স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

12 January, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

অবৈধ মাটি পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাথরঘাটা থেকে মেদিনীপুরের ভিলেজ পুলিশ রঞ্জন দাসকে গ্রেফতার করে জুনপুট কোস্টাল থানার পুলিশ। মাটি পাচারের মামলায় ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রঞ্জনের যোগসূত্র পাওয়ায় রবিবার গ্রেফতার করা হয়

বদল হল অভিষেকের সভার দিন সেবাশ্রয় নিয়ে চলছে জোর প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : ভোটের আগে নন্দীগ্রামে অভিষেকের আগমন ঘটতে চলেছে। ফলে ক্রমশ রাজনীতির পারদ চড়ছে জেলাজুড়ে। বিরোধী দলনেতার এইয়কেন্দ্রে অভিষেকের সেবাশ্রয় কর্মসূচি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। রবিবার দিনভর নন্দীগ্রামে অভিষেকের সেবাশ্রয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল তৃণমূল নেতা-কর্মীদের। নিরাপত্তা থেকে শুরু করে শিবিরের পরিকাঠামো সমস্তটাই খতিয়ে দেখলেন নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী ১৫ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয়ের পাশাপাশি হলদিয়ায় ওইদিন যে সভা করার কথা ছিল অভিষেকের, সেই সভার তারিখ বদল হয়েছে। চলতি মাসের ৩১ তারিখ হলদিয়ার রানিচকে সভা করবেন সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ১৫ তারিখের সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে যাতে কোনও খামতি না থাকে সেজন্য নন্দীগ্রামে মাঠ কামড়ে পড়ে রয়েছেন নেতারা। সেবাশ্রয় কর্মসূচিকে হাতিয়ার করে ভোটের ময়দানে জোরকদমে নেমে পড়ার প্রস্তুতি চলছে শাসক শিবিরে। জানা গিয়েছে, ১৫ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টারে প্রথমে নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের খোদামবাড়ি এসে পৌঁছাবেন অভিষেক। এরপর সেখান থেকে সড়কপথে নন্দীগ্রাম ১ নং ব্লকে যাবেন তিনি। সেখানকার বাইপাস সংলগ্ন মাঠে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার স্কোয়ার ফুট এলাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে সেবাশ্রয়ের ক্যাম্প। সেখানেই সেবাশ্রয় উদ্বোধনের পর অভিষেক যাবেন নন্দীগ্রাম ২ এলাকায়। সেখানেও সেবাশ্রয় কর্মসূচির সূচনা করবেন তিনি। ইতিমধ্যে নন্দীগ্রামে অভিষেকের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে চলছে জোরদার প্রস্তুতি। শনিবার শিবিরস্থল পরিদর্শন করেন জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। রবিবারেও দিনভর পরিদর্শন করেন জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের এই সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের পাশাপাশি থাকবে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থাও। চিকিৎসকদের পরামর্শমতো ওষুধও দেওয়া হবে মানুষকে। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, আমরা সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়েছি। মানুষের দীর্ঘদিনের আবেদন ছিল এই এলাকায় আমাদের সেনাপতি ডায়মন্ড হারবারের মতো সেবাশ্রয় করুন। তাই মানুষের দাবি মেনে এখানে সেবাস্রয় হচ্ছে। এর ফলে জেলার মানুষ উপকৃত হবেন।

নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবিরের কাজের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। রবিবার।

প্রস্তুতিসভায় বক্তব্যরত মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। রয়েছেন ব্লকের নেতারা।

অভিষেকের সভা উপলক্ষে সবংয়ে মন্ত্রীর প্রস্তুতিসভা

সংবাদদাতা, সবং : আগামী ১৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান মেদিনীপুরের জনসভায় উপস্থিত হবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভাকে সফল করতে রবিবার সবং ব্লক তৃনমূলের আহ্বানে সবংয়ে দলীয় কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক প্রস্তুতিসভার আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন সবংয়ের বিধায়ক মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, সবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি আবু কালাম বক্স, প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, যুব তৃণমূল সভাপতি নিশিকান্ত কর-সহ গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে সামনে রেখে মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল এসটি সেলের আলোচনাসভায় বক্তব্য পেশ করছেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিধায়ক সূজয় হাজরা।

পাশে পুলিশ

প্রবল শীতের কথা ভেবে খড়্গপুর পুরসভা এলাকার দুঃস্থ বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়াল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। খড়্গপুর টাউন থানার উদ্যোগে থানা সংলগ্ন মাঠে ১৩০০ মানুষের মধ্যে কম্বল বিলি করা হয়। ছিলেন খড়্গপুরের এএসপি সন্দীপ সেন, এসএসপি ধীরাজ ঠাকুর, আইসি পার্থসারথি পাল, কাউন্সিলর প্রদীপ সরকার প্রমুখ।

ঝাউবনে আগুন

সংবাদদাতা, দিঘা : রবিবার বিকেলে দিঘার ওসিয়ানা ঘাটের কাছে নেচার ট্রেল পার্কের ঝাউ ও কেয়াবনে আচমকা আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। দিঘা থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, জঙ্গলের মধ্যে কেউ ধূমপান করে ফেলে দেওয়ায় এই অগ্নিকাণ্ড। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রবীণকে প্রতারণা, মুম্বই থেকে ধৃত অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, কাঁকসা : বামুনারার তপোবন সিটির প্রবীণ অশোককুমার রায়কে লাইফ সার্টিফিকেট আপডেট করে দেওয়ার নামে দফায় দফায় প্রায় ৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা তাঁর কাছ থেকে প্রতারণা করে উত্তরপ্রদেশের আবু দারদা এহমদ। অশোকবাবু ২৭ নভেম্বরে কাঁকসা থানার সাইবার ক্রাইম সেলে অভিযোগ জানান। তার ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কাঁকসা থানার পুলিশ জানতে পারে, মূল অভিযুক্ত মুম্বইতে আছে। তারা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মুম্বই রওনা দেয়। সেখানে গিয়ে প্রতারককে ধরার জন্য জাল পাতে। গত ৫ তারিখ প্রতারক আবু দারদা এহমদকে ধরে পুলিশ। মুম্বইয়ে তার বেশ কয়েকটি সেলুন আছে বলে জানা যায়। সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করে গত ৬ তারিখে মুম্বইয়ের আদালতে পেশ করার পর কাঁকসা থানার পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে শুক্রবার রাতে কাঁকসায় নিয়ে আসে। শনিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয় বলে কাঁকসা থানার সাইবার বিভাগের পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার ৯ নং পলশ্যা স্কুল গ্রাউন্ডে এলাকার দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিলির অনুষ্ঠানে উপস্থিত তৃণমূল মুখপাত্র ঋজু দত্ত, পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি-সহ অন্যরা।

শীতে কাশ্মীর থেকে তমলুকে ব্যবসা করতে আসেন আকবরেরা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • তমলুক

শীত মানেই গায়ে মোটা চাদর আর মাথায় টুপি। কুয়াশা এবং কাশ্মীরি উলের গন্ধ যেন এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায় বাংলার শীতকালকে। আর শীত এলেই রাস্তাঘাটে, পাড়ায় পাড়ায় দেখা মেলে কাশ্মীরি অতিথিদের। অক্টোবর-নভেম্বর এলেই বোঁচকাবুচকি কাঁধে আগমন হয় আকবর, ইকবালদের। কাশ্মীরি উলের পসরা বিক্রি করেই মুখে হাসি ফোটে তাঁদের। পকেট ওঠে ফুলেফেঁপে। বাংলার বিভিন্ন জেলার মতো পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, নন্দকুমার, মহিষাদল, মেছেদা শহরের এই ছবিও নতুন নয়। বছরের পর বছর শীত এলেই আগমন হয় এই কাশ্মীরি অতিথিদের। কেউ বা রাস্তার ধারে আচ্ছাদন টাঙিয়ে বসে পড়েন জ্যাকেট, টুপি, চাদর বিক্রি করতে। আবার কেউ ঝোলায় করে শীতের জিনিসপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ান গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আর তার সঙ্গে বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে মিষ্টি আওয়াজ, কাঁহা দিদি, ইধার এসো, পিওর ওল, নো ডুপ্লিকেট। বর্তমানে অনলাইনের যুগে কিছুটা হলেও এঁদের

থেকে কেনাকাটায় আগ্রহ কমেছে মানুষের। অনলাইনের যুগে বাড়িতে বসেই এক ক্লিকে অন্দরমহলে পৌঁছে যাচ্ছে কাশ্মীরি জামাকাপড়। তাতে আগের থেকে কিছুটা হলেও কমেছে বিক্রিবাটা। তার ওপর একের পর এক সেল ও ডিসকাউন্টে অনলাইনেই ঝুঁকেছেন মানুষ। তা সত্ত্বেও খাঁটি কাশ্মীরি পসরার টানে আজও ভিড় জমে আকবরদের দোকানে। শীত এলেই প্রায় ৫৪ বছর ধরে কাশ্মীরের শ্রীনগর এলাকা থেকে তমলুকে ব্যবসা করতে আসেন মহম্মদ আকবর। রাস্তার ধারেই আচ্ছাদন টাঙিয়ে দোকানদারি করেন তিনি। আকবর জানান, এখনও বহু মানুষ আসেন খাঁটি কাশ্মীরি জিনিসপত্র কিনতে। শীতের এই সময় আমরা ব্যবসা করতেই চলে আসি। তবে আগে বিক্রি আরও বেশি পরিমাণে হত। এক একটি দোকানে রয়েছে প্রায় ১০ থেকে ১২ রকমের উলের কোয়ালিটির সোয়েটার। কারোর কাছে আবার রয়েছে হরেক রকমের চাদর। এই সব বেচেই কাশ্মীরি অতিথিদের পকেট ভারী হয় শীতের মরশুমে। রবিবার দুপুরে মেচেদার এক কাশ্মীরি দোকানে চাদর কিনতে এসেছিলেন পেশায় শিক্ষিকা স্বাতীলেখা দাস। তিনি বলেন, প্রত্যেক বছর এঁদের দোকান থেকে কিছু না কিছু কেনা হয়। অনলাইনে যতই জিনিস পাওয়া যাক না কেন এখান থেকে খাঁটি কাশ্মীরি জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তাই এখান থেকেই আমরা কেনাকাটা করি।

১০
১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

আমার বাংলা

12 January, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এলাকাবাসীর সমস্যায় পাশে থাকতে ফের উদ্যোগী বিধায়ক

সরাসরি পৌঁছতে চালু হেল্পলাইন

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাঘমুণ্ডি বিধানসভার মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারে ফের উদ্যোগী হলেন বাঘমুণ্ডির তৃণমূল বিধায়ক সুশান্ত মাহাত। তাঁর 'গাঁয়ে বিধায়ক' কর্মসূচির পর এবার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করলেন তিনি রবিবার। পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হেল্পলাইন নম্বর (৮৬৪৯৮৬৮৬৩৩)চালু করা হয়। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরাসরি বিধায়ক কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। মোবাইল এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও সমস্যার কথা জানানো যাবে। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা-মাটি-মানুষের সরকার'-এর উন্নয়ন-ভাবনা এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানুষের পাশে থাকার বার্তা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আরও বেশি করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন বিধায়ক। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, ব্যক্তিগত নম্বরে যোগাযোগ করতে গিয়ে অনেক সময় সাধারণ মানুষের সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই বিধানসভা এলাকার মানুষের জন্য আলাদা একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হল, যাতে সহজেই প্রত্যেকে যোগাযোগ করতে পারেন। যে কোনও সমস্যায় মানুষ যাতে আরও কাছ থেকে বিধায়ককে পাশে পান, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আজ থেকেই এই হেল্পলাইন নম্বর কার্যকর হয়েছে এবং বিধানসভার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

যোদ্ধাদের সঙ্গে সভায় অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

সর্বাত্মকভাবে ডিজিটাল মিডিয়ায় লড়াই করছেন তাঁদের সঙ্গে বসে নির্বাচনী রণনীতি নিয়েও দিকনির্দেশিকা দেবেন তিনি। বাংলায় উন্নয়নের যে দিশা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, তার প্রচারে কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তা নিয়ে বার্তা দেবেন অভিষেক। মা-মাটি মানুষ সরকারের দেড় দশকের রিপোর্ট কার্ড 'উন্নয়নের পাঁচালি' ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। সেইসঙ্গে বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির চেহারাও সামনে নিয়ে আসতে হবে। বিজেপিকে হারাতে যে বিষয়গুলিতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ডিজিটাল যোদ্ধাদের তা এই বিশেষ সভা থেকে জানাবেন অভিষেক।

বিজেপির মিথ্যাচারের মোকাবিলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়া ও দলের সমর্থক ডিজিটাল যোদ্ধাদের বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের বৈঠক থেকে বিজেপির আইটি সেলের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার নিয়ে লড়াইয়ের বিশেষ 'স্ট্র্যাটেজি' ঠিক করে দেবেন অভিষেক। সেইমতো দলের ডিজিটাল যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। স্বামীজির জন্মদিনে উত্তর কলকাতায় একটি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পর ডিজিটাল যোদ্ধাদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসবেন অভিষেক।

ইডির পিছনে শাহবাহিনী

(প্রথম পাতার পর)

এতদিন এভাবেই হরিয়ানা, দিল্লি, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র দখল করেছে। কিন্তু বাংলায় তারা ধরা পড়ে গিয়েছে। এখানে এসেই হোঁচট খেয়েছে শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। আইপ্যাক-কাণ্ডে তাদের ভূমিকা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থেই এজেন্সির অভিযান বলে মোদি-শাহরা যত দাবিই করুন না কেন, সবই যে প্রতিহিংসার রাজনীতির নোংরা খেলা তা সকলে বুঝতে পারছে। আইপ্যাক অভিযানও যে সরাসরি কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে, সেটা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

সেই সূত্রের পাঠানো তথ্য থেকেই জানা যাচ্ছে আইপ্যাকে তল্লাশির নামে বৃহত্তর চিত্রনাট্যের নেপথ্যকাহিনি। এই ঘটনা ইডির অভিযানের কয়েক দিন আগের। সূত্র থেকে জানা যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এবং ডেপুটি ডিরেক্টর র‍্যাঙ্কের ১৩ জন অফিসার কলকাতায় আসছেন। তাঁরা আসছেন দুই ভাগে, দুটি বিমানে। বিমান দুটি হল— ৬ই ৫০১৪ এবং এসজি ২৬৩। আর একজন মহারাষ্ট্র থেকে সরাসরি কলকাতা আসবেন দুপুরে। গুলশন রাই নামে একজন কলকাতায় আসবেন, যিনি আবার সাইবার বিশেষজ্ঞ। সেই তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে, ইডির ১৩ জনের দল এসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন সিজিও কমপ্লেক্সে। আর সবটাই করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিএস সাকেত কুমার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশির নামে বৃহত্তর চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছিল। যে সূত্র থেকে খবরগুলি প্রকাশ্যে এসেছে, সেগুলি নিয়ে পুরোপুরি তদন্তের প্রয়োজন। যেভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিএস এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন, তাতে আরও স্পষ্ট হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জড়িত থাকার অভিযোগ। তদন্তের প্রবল দাবি উঠেছে। তৃণমূলের তরফে এই তথ্যের কোনও সত্যতা যাচাই করা হয়নি। তারা বলছে, এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে গোটা ঘটনাটি খোদ অমিত শাহর দফতর থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অবশ্যই পুলিশের এ-নিয়ে তদন্ত করা উচিত। কিন্তু স্পষ্ট চক্রান্ত যে হয়েছিল সেটা নানা সূত্র থেকে আসা তথ্য বারবার প্রমাণ দিচ্ছে।

ভোটপ্রচারে দেওয়াল লেখা শুরু তৃণমূলের

সংবাদদাতা, কুলটি : ২০২৬-এ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। এখনও এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। হয়নি নির্বাচনের দিন ঘোষণা। তার আগেই বিরোধীদলকে এক ইঞ্চি জায়গাও না ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল তৃণমূল। রবিবার কুলটির নিয়ামতপুরের ৬০ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়ার দেওয়াল নিজেদের দখলে রাখতে দেখা গেল কুলটি ব্লক তৃণমূল নেতা-কর্মীদের। নিজেই সামনে থেকে রঙ-তুলি নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তথা এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী মিশ্র।

শিক্ষক নিয়োগে রাজ্যের উদ্যোগ পুরুলিয়ার প্রার্থীদের মক টেস্ট

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে যখন জোরদার প্রস্তুতি চলছে, তখন প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়ার চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়াল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'প্রদীপন'। ইন্টারভিউয়ের ভয় কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে রবিবার পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত হয় বিশেষ মক ইন্টারভিউ ও টিচিং ডেমো সেশন। কর্মসূচিতে জেলার প্রায় ১০৭ জন হবু শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র প্রশ্নোত্তর পর্বই নয়, বাস্তবে ক্লাসরুমের অভিজ্ঞতা দিতে হল 'লাইভ টিচিং টেস্ট'। কীভাবে পাঠদান করতে হয়, ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হয়, সেই বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় অংশগ্রহণকারীদের। বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থীরাও এই উদ্যোগে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারী চাকরিপ্রার্থীদের মতে, প্রকৃত ইন্টারভিউয়ের আগে এই ধরনের মহড়া মানসিক চাপ কমায়, জড়তা দূর করে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই উদ্যোগ বলে জানান জেলা তৃণমূল যুব সহ-সভাপতি তথা 'প্রদীপন'-কর্মকর্তা বিকাশ মাহাত। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই উদ্যোগকে সামনে রেখে যাতে পুরুলিয়ার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারভিউয়ে পিছিয়ে না পড়েন সেজন্যই এই আয়োজন।

ছৌনাচে মাস্টার্স ডিগ্রি চালুর ভাবনা জঙ্গলমহলে

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

উচ্চশিক্ষায় জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করতে নতুন উদ্যোগের ভাবনা চলছে সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাঁওতালি নৃত্য ও সংগীতে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম এবং কুড়মালি ভাষার ঝুমুর গানের উপর এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালুর পর এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছৌনাচের উপর মাস্টার ডিগ্রি পাঠ্যক্রম শুরুর ভাবনাচিন্তা করছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চন্দ্রদীপা ঘোষ জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা, সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য, সাঁওতালি নাচ-গান, কুড়মালি ভাষা এবং ঝুমুর গানের উপর পাঠদান করা হয়। আগামী দিনে ছৌনাচের পঠনপাঠন শুরু করার বিষয়েও আমরা ভাবনাচিন্তা করছি। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় আজ ভাষা ও সাহিত্যচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান হয়ে উঠেছে।

জঙ্গলমহলের বিখ্যাত ছৌনাচ। এবার হবে কোর্স চালু।

জঙ্গলমহলের আদিবাসী সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এখানে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ও কুড়মালি ভাষায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের

রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়

পাশাপাশি সাঁওতালি নাচ ও গানে মাস্টার ডিগ্রি এবং ঝুমুর গানের উপর এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়াও বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত-সহ মোট ১৮টি বিভাগে পাঠদান করা হয়। উপাচার্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছৌনাচ বিভাগের শিক্ষক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা তাঁদের ছৌনাচের কলাকৌশল ও ঐতিহ্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরবেন।

বিএলও মৃত্যু : জবাব চেয়ে সিইও

(প্রথম পাতার পর)

বিক্ষোভ-প্রতিবাদে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান বিএলওরা। তাঁদের দাবি, বিজেপির দালালি করার জন্য এভাবে এসআইআর-এর বোঝা বাংলার মানুষের উপর, বিএলও-দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই যতক্ষণ না কমিশন এই দালালির জবাব দেবে, ততদিন বিক্ষোভ চালিয়ে যাবে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি।

সার-চাপে বিএলও আত্মঘাতী

(প্রথম পাতার পর)

নিতে বাধ্য হয়েছে। ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার বলেন, বিজেপির চাপে জাতীয় নির্বাচন কমিশন তাড়াহুড়ো করে এসআইআরের কাজ শেষ করতে চাইছে। সেই কারণে প্রত্যেক বিএলও-র উপর অত্যাধিক কাজের চাপ রয়েছে। সেই চাপ নেওয়ার ক্ষমতা সকলের নেই। এদিকে, ময়নাগুড়িতে অতিরিক্ত কাজের চাপে চিন্তায় বাইক থেকে পড়ে গিয়ে জখম হন এসএসকে চেংমারি স্কুলের শিক্ষিকা সুশীলা রায় (৪০)। বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। শিক্ষিকার স্বামীও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অবাক কাণ্ড! এবার এসআইআর শুনানিতে তলব করা হল বীরচক্রে সম্মানিত নৌসেনার প্রাক্তন প্রধান অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশকে। ৮২ বছর বয়সে এসে এমন তলবে স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ প্রাক্তন অ্যাডমিরাল। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে

দিল্লি দরবার

12 January 2026 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

অপদার্থ প্রশাসন বিজেপিরাজ্যে

হরিয়ানায় নাবালিকা হকি খেলোয়াড়কে ধর্ষণ কোচের

চণ্ডীগড়: বিজেপির শাসনে ক্রীড়াজগতেও কোনও নিরাপত্তা নেই মহিলা ক্রীড়াবিদদের। একের পর এক ন্যক্কারজনক যৌননির্যতনের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। এবার হরিয়ানায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারে রাজ্যে ফের আক্রান্ত মহিলা ক্রীড়াবিদ। হরিয়ানায় নাবালিকা হকি খেলোয়াড়কে ধর্ষণের বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল তাঁর কোচের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি রেওয়ারি জেলার একটি গ্রামের। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, নাবালিকা ক্রীড়াবিদকে ধর্ষণ করার পর ওই খেলোয়াড় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় কোচকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকা হকি খেলোয়াড় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পুলিশের কাছে অভিযোগে ১৭ বছরের ওই কিশোরী জানিয়েছে, গত তিন বছর ধরে অভিযুক্ত জুনিয়র কোচের কাছে নিয়মিত অনুশীলনে যেত। প্রায় চার মাস আগে হকি অনুশীলনের সময় স্টেডিয়ামের শৌচাগারে তাকে ধর্ষণ করে কোচ। এরপর ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার খেলোয়াড়কে হুমকি দিত কোচ। কিন্তু যদিও পরবর্তীতে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নাবালিকা খেলোয়াড়। শারীরিক অবস্থার অবনতির পর তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়। গত ৫ জানুয়ারি তার গর্ভপাত হয়।

বিজেপির মদতে গোষ্ঠীসংঘর্ষ

ত্রিপুরায় আগুন, কারফিউ

আগরতলা : বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েই চলেছে। একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনাতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এবার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চাঁদা তোলা নিয়ে বিবাদের জেরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ত্রিপুরার উনকোটি এলাকা। এবারেও নেপথ্যে সেই বিজেপিই। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর মিলেছে। ভাঙচুর করা হয়েছে একাধিক ঘরবাড়ি। হয়েছে অগ্নিসংযোগও। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি বাড়ি এবং গাড়ি। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায় পুলিশ। জারি করা হয় ১৬৩ ধারাও। তাতেও কাজ না হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আপাতত বেশ কিছু এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। ইন্টারনেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ১০ জনকে।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সকালে। উনকোটি ও ফটিকরায় পুজোর চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যায়। এক গাড়ি চালকের কাছে চাঁদা চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। এরপরই শুরু হয় বাগ্‌বিতণ্ডা যা অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ায় হাতাহাতিতে। স্থানীয় লোকেদের অভিযোগ, সুপরিকল্পিতভাবেই সংখ্যালঘুদের টার্গেট করছে বিজেপি। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হতে টিএসআর, সিআরপিএফ ও অসম রাইফেলসের জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান উনকোটি জেলাশাসক তমাল মজুমদার।

শুধুই ফাঁকা বুলি, লোকদেখানো বন্যপ্রেম প্রধানমন্ত্রীর

মোদির গুজরাতেই চোরাশিকার

মন্দিরে ৩৭টি বাঘছাল, ১৩৩টি নখ-দাঁত

আমেদাবাদ: বন্যপশুপ্রেমীর ছদ্মবেশে শুধুই আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ প্রধানমন্ত্রী মোদির। এই পশুপ্রেম যে আসলে কতটা অন্তঃসারশূন্য তার আবার প্রমাণ মিলল নিজের রাজ্য গুজরাতেই। বিজেপির শাসনেই অবাধে চলছে বন্যপ্রাণ শিকার এবং সেগুলোর দামি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচার। সক্রিয় চোরাশিকারি এবং পাচারকারীর দল। প্রশাসনিক দুর্বলতা কিংবা অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে তারা ব্যবহার করছে ধর্মস্থানকেই। এবার মোদিরাজ্যের রাজপিপলার কাছে ধর্মেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পাওয়া গেল ৩৭টি বাঘের ছাল, ১৩৩টি বাঘের নখ এবং দাঁত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মোদিরাজ্যে। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বন্যপ্রাণপ্রেমীরা। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপির শাসনে খোদ প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে এভাবে একের পর এক বাঘকে খুন করা হচ্ছে, মোটা অঙ্কের বিনিময়ে চোরাপথে

বিদেশে পাঠানো হচ্ছে বাঘের মূল্যবান অঙ্গপ্রতঙ্গ। কী করছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার? তাঁদের বক্তব্য, বিজেপির মদত ছাড়া এমন দুর্নীতি অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের বিভিন্ন জঙ্গলে সাফারিতে যান। বিদেশ থেকে আনা নতুন বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখির সঙ্গে তাঁর ছবিও শেয়ার করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। কিন্তু তাঁর এই পশুপ্রেম যে কার্যত লোক দেখানো তা আবার প্রমাণ হয়ে গেল মোদির নিজের রাজ্য গুজরাতে বন্যপ্রাণী নিয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধের ঘটনা সামনে আসতেই। সপ্তাহ দুয়েক আগে গুজরাতের রাজপিপলার কাছে ধর্মেশ্বর মহাদেব মন্দিরে একটি ঘর থেকে বন দফতর ৩৭টি বাঘের ছাল, ১৩৩টি নখ ও দাঁত উদ্ধার করেছে।

জানা গিয়েছে, মাধবানন্দ নামের একজন বৃদ্ধ পুরোহিত মন্দিরের একটা ঘরে থাকতেন। বেশ কয়েকদিন আগে তিনি মারা গেলে কর্তৃপক্ষ ঘরটাকে ভেঙে নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আচমকা কর্মীদের কিছু সন্দেহজনক মনে হলে তাঁরা বন দফতরে খবর দেন। সেই খবরের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেন রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার জিগনেশ সোনি এবং তাঁর দল। ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি লোহার বাক্স ভেঙে ৩৭টি বাঘের ছাল ও ১৩৩টি নখ-দাঁত উদ্ধার করেছে। নর্মদার উপ-বন সংরক্ষক অভয় সিং-এর দাবি, ছালগুলি আসল নয়। রং করা। তবে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য হায়দরাবাদের সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞান কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র ইভেন্ট বা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি শেয়ার করার মাধ্যমে চলতে পারে না। মোদির রাজ্যে এমন অবৈধ কার্যকলাপ প্রকাশ্যে আসা সরকারের সংরক্ষণ নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে তুলে দিয়েছে বড় প্রশ্ন।

বিজেপি-শিন্ডের ইস্তাহারেও বাংলাবিদ্বেষ

মুম্বই : নেই কোনও সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের প্রকল্প, নেই সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপরেখাও। আছে শুধুই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাভাষীদের আরও নির্যাতনের চক্রান্তের প্রতিফলন। রবিবার মুম্বইয়ের পুরভোটের আগে বিজেপি-শিন্ডেসেনার নির্বাচনী ইস্তাহারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে মুম্বইকে বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গামুক্ত করা প্রতিশ্রুতিতে। আগামী ১৫ জানুয়ারি দেশের বৃহত্তম পুরসভা বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের নির্বাচন। রবিবার ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে স্পষ্ট জানালেন, মুম্বইকে বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গামুক্ত করাই আমাদের অগ্রাধিকার। বম্বে আইআইটির সহায়তায় এমন একটি এআই টুল বানানো হচ্ছে যা দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে বাংলাদেশিদের। বিজেপি-শিন্ডে শিবসেনার কথাতেই স্পষ্ট, বাংলাদেশির তকমা লাগিয়ে বাংলাভাষীদের নির্যাতনের বৃহৎ চক্রান্তে নেমেছেন তারা। নির্বাচনের মুখে উসকে দেওয়া হচ্ছে বাংলাবিদ্বেষ।

আইআইটির সাহায্যে বিশেষ এআই-টুল

স্বামীর খুনের সাক্ষী স্ত্রীকেও গুলি করে খুন

নয়াদিল্লি : অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হচ্ছে রাজধানী। খুনের ঘটনায় অভিযুক্তরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে অপেক্ষা করল রাজধানীর রাস্তায়। সেটাও সকালবেলায়। টের পেল না শাহর পুলিশ। স্বামী বিজেন্দ্রর খুনের সাক্ষী স্ত্রীকে রীতিমতো নাম জিজ্ঞাসা করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে পালাল। নেটফ্লিক্সের থ্রিলার সিরিজও ফেল করবে দিল্লির এই খুনের ঘটনায়। মৃতার নাম রচনা যাদব(৪৪)। তিনি শালিমার বাগেরই বাসিন্দা এবং এলাকার আরডব্লুএ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ফিরছিলেন রচনা।

'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের নামে প্রহসন, প্রশ্নের মুখে মোদি সরকার

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

ঢাক ঢোল পিটিয়ে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্প শুরু করেছিল কেন্দ্রের মোদি সরকার। লক্ষ্য ছিল গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করা। গঙ্গা দূষণমুক্ত হলে দেশের অন্যান্য বড় নদী নর্মদা, গোদাবরী, মহানদীকে দূষণমুক্ত করবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু যত সময় গড়িয়েছে বেহাল অবস্থা হয়েছে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'নমামি গঙ্গের'। এর জলন্ত উদাহরণ বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশের কানপুরে গঙ্গার গোলা ঘাট ও টপকেশ্বর ঘাটের। 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। কানপুরে এই দুটি ঘাটের নর্দমার মাত্রাতিরিক্ত দূষিত জলে সম্প্রতি প্রাণ হারিয়েছে ডলফিন। দূষণের প্রকোপে জলে ভেসে উঠতে দেখা গেছে ডলফিনের দেহ। জলে এতটাই নোংরা ও আবর্জনাময় দেখলে বোঝার উপায় নেই যে গঙ্গার জল। যদিও দীর্ঘ সময় কানপুর গঙ্গার ঘাটে এই দূষণের হুঁশ নেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। একইসঙ্গে সাতটি নর্দমার নোংরা জল, আবর্জনা গিয়ে পড়ছে সরাসরি গঙ্গায়। ব্যাপক দূষণে গঙ্গার জল, পানীয়, স্নান এবং পূজার কাজে ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয়রা। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নদী গঙ্গা। এক অর্থে এদেশের পরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে এই

নদীর নাম। গঙ্গার জলের দূষণের পরিমাণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চিন্তিত পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান সহ একাধিক প্রকল্পের ফলেও কোনও সমাধান হয়নি গঙ্গার।

একদিকে গত কয়েক বছরে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ডাহা ফেল করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গঙ্গার পাশাপাশি নর্মদা, কাবেরীর ছবিও প্রায় একইরকম। এই দুটো নদীর জলে রাসায়নিক পদার্থ মিশে রয়েছে। নানা ধর্মীয় কাজের সূত্রে মানুষের শরীরেও ক্রমশ মিশছে এইসব দূষণ রাসায়নিক। এছাড়াও মহানদীর আবর্জনার পরিমাণ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে এখন তাকে নদী বলে চেনাই যায় না বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। জলশক্তি মন্ত্রকের অধীনে নমামি গঙ্গে প্রকল্প সঠিক পদ্ধতিতে কাজ হলে বাস্তবের ছবিটাই অন্যরকম হতে পারত। নদীকে বাঁচিয়ে রাখলে অসংখ্য মানুষের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিও উপকৃত হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তবে কেন্দ্রের এই প্রকল্প নিয়ে উদাসীনতার ছবি বারবার উঠে এসেছে। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী নমামি গঙ্গে প্রকল্পের ফলে জলের উন্নতি প্রায় কিছুই হয়নি। তুলনায় কোভিডের সময়কার লকডাউনের ফলে গঙ্গা অনেকটা দূষণমুক্ত হয়েছিল। আর এই একই প্রভাব বাকি নদীগুলির ক্ষেত্রেও পড়েছে। অথচ নমামি গঙ্গে প্রকল্পের সাফল্য ও প্রচারের উদ্দেশ্যে মোদি সরকার যথেচ্ছ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবিক ছবি যে কে সেই থেকে গিয়েছে।

দেশ বিদেশ

12 January, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রধানমন্ত্রী মোদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করেননি বলে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি ভেস্তে গেছে বলে যে দাবি করেছে আমেরিকা, তা আদৌ ঠিক নয়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী

বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে ইরান, নিহত ৫৩৮

রাজপথ ছাড়বেন না, আমি আসছি উদ্বুদ্ধ করলেন নির্বাসিত যুবরাজ

তেহরান : বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে ইরান। ইরানের নির্বাসিত যুবরাজের ডাকে হাজার হাজার মানুষ গলি থেকে রাজপথে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝড় তুলেছেন বিদ্রোহীরা। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বেড়েই চলেছে শাসকের দমনপীড়ন। এখনও পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩৮। আটক করা হয়েছে ২৩০০-রও বেশি আন্দোলনকারীকে। শাসকপক্ষের হুঁশিয়ারি, বিক্ষোভে নামলেই মৃত্যুদণ্ড। ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোবাহেদি আজাদের সতর্কবার্তা, এবার কেউ বিক্ষোভে শামিল হলেই তাঁকে 'ঈশ্বরের শত্রু' তকমা দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করলেও একই পরিণতি হবে বলে হুঙ্কার দিয়েছেন তিনি। দেশজুড়ে ইন্টারনেট, টেলিফোন পরিষেবা

বন্ধ থাকায় বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ইরান। এদিকে ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি আন্দোলনকারীদের উদ্বুদ্ধ করে বার্তা দিয়েছেন, রাজপথ ছাড়বেন না। শীঘ্রই আপনাদের পাশে দাঁড়াব। আন্দোলনকারীদের আরও উৎসাহিত করতে তিনি বলেছেন, টানা ৩ দিন রাস্তায় আপনাদের দৃঢ় উপস্থিতি খামেইনির দমনমূলক শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিদ্রোহীদের সাহস জোগাতে এক্স হ্যান্ডেলে যুবরাজের বার্তা, আপনারা একা নন। মনে রাখবেন গোটা বিশ্ব আপনাদের পাশে রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লক্ষ্য রাখছেন আপনাদের এই অবর্ণণীয় সাহসিকতার উপরে। তিনি আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। ট্রাম্পও বিদ্রোহে সরাসরি মদতের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, স্বাধীনতার দিকে তাকিয়ে আছে ইরান।

আন্দোলনের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে খামেইনির প্রশাসন, এই বাস্তবকে তুলে ধরতে তিনি দাবি করেন, আন্দোলন দমন করতে যেসব ভাড়াটে সৈন্য নামানো হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই বাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, অনেকেই সরাসরি অমান্য করছেন নির্দেশ। এরপরেও যেসব ভাড়াটে সৈন্য এখনও রয়ে গিয়েছেন, তাঁরা আসলে শত্রু বলে মনে করেন ইরানিদের। মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইরানের বিভিন্ন প্রান্তে লাখো জনতার বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল সপ্তাহদুয়েক আগেই। খামেইনি আমেরিকার প্রতি যতই চোখ রাঙান না কেন, বিদ্রোহীদের মদত দেওয়ার অবস্থান থেকে একচুলও নড়ছেন না ট্রাম্প।

মোদির আয়ুষ্মান ভারত নাকাল হচ্ছেন রোগীরা

নয়াদিল্লি: বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে গালভরা কথা বললেও বাস্তবে এই প্রকল্প মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। নাকাল হতে হচ্ছে আমজনতাকে। রাজধানী দিল্লি সংলগ্ন নয়ডা এবং গাজিয়াবাদে এমনই ঘটনা সামনে উঠে এসেছে। একাধিক হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধে পেতে নাকাল হতে হয়েছে রোগীর পরিবারকে। নয়ডার প্রথম সারির সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে রোগীর চিকিৎসার শুরুর পরে পরিবারের লোকজন আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দিয়ে পেমেন্ট দিতে গিয়ে জানতে পারেন এই সুবিধা তিনি পাবেন না। কারণ হাসপাতালটি আয়ুষ্মান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়। ক্যাশলেশ পেমেন্ট-এর সুবিধা পাবে এই কথা ভেবেই হাসপাতালে ভর্তি করে নাকাল হয়ে হয়। স্বাভাবিকভাবে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। কোনও উপায় না দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তথ্য পোস্ট করেন রোগীর পরিবারের লোকজন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ক্ষোভ উগরে দেয় রোগীর পরিবার নিজেদের সমস্যা কথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনও সুরাহা হয় না। শেষে সংবাদমাধ্যমের সাহায্য নেয় রোগীর পরিবার। যদিও এহেন সরকারি প্রকল্পকে নামে যে মিথ্যাচার চলছে তা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রিজেশ পাঠক দায়সারা ভাবে বলেন, যে সমস্ত হাসপাতাল আয়ুষ্মান ভারতে সূচিবদ্ধ তারা ক্যাশলেস চিকিৎসা সুবিধা পাবে।

যদিও মোদির স্বপ্নের প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছে চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। চিকিৎসার প্যাকেজে কম অর্থ বরাদ্দ রাখা, টাকা মেটাতে দেরি, টাকা মেলার জটিল প্রক্রিয়া—এই সব প্রশ্ন তুলে আইএমএ-র দাবি, এমন জটিলতার কারণেই দেশের হাসপাতালগুলির আর্থিক পরিস্থিতিতে সংকট নেমে আসছে। পাশাপাশি, তথ্যের অধিকার আইনে সরকারের জবাব অনুযায়ী, এই প্রকল্পে হাসপাতালগুলি প্রাপ্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা। আইএমএ এও জানিয়েছিল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা করা হলে তাদের কম টাকা মেলে, তা-ও আবার দেরিতে। এছাড়া, চিকিৎসা করার পর টাকা মেলার প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। এর ফলে হাসপাতালগুলির আর্থিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলেই সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠনটি অভিযোগ তোলে।

অভিবাসন কর্তার গুলিতে মৃত্যু মহিলার লাখো জনতা পথে নামল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে

ওয়াশিংটন : কোথাও হুমকি, কোথাও চোখরাঙানি আবার কোথাও সরাসরি হামলা চালিয়ে বিশ্বের নানাপ্রান্তে যখন একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টায় মরিয়া স্টাম্প, ঠিক তখনই মার্কিন মুলুকেরই মিনিয়াপোলিসের রাজপথ উত্তাল প্রশাসন-বিরোধী বিক্ষোভে। অভিবাসন দফতরের এক কর্তার গুলিতে এক মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমেছেন লাখো জনতা। আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে, বুকে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান তুলেছেন, আমরা আতঙ্কে রয়েছি। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব বয়সের

মানুষকেই দেখা যাচ্ছে বিক্ষোভে। শনিবার মেগান মুর নামে এক মহিলা ২ শিশুসন্তানকে নিয়ে পা মিলিয়েছিলেন বিক্ষোভ মিছিলে। আতঙ্কজড়ানো মন্তব্য, অভিবাসন দফতর এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছে যে কেউই আর নিরাপদ বোধ করছেন না। এমন পরিস্থিতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। লক্ষণীয়, বুধবার মিনিয়াপোলিসে অভিবাসন দফতরের কর্তা জোনাথন রসের গুলিতে প্রাণ হারান রেনি নিকোল গুডের নামে ৩৭ বছরের এক মহিলা। তারপরেই বিক্ষোভে উত্তাল রাজপথ। একটি হোটেলের সামনে অফিসারদের লক্ষ্য করে ইটপাথর এমনকী বরফের চাঁইও ছোঁড়ে উত্তেজিত জনতা। সবমিলিয়ে প্রবল চাপে ট্রাম্প প্রশাসন।

চাকরির লোভ দেখিয়ে পাচার মায়ানমারে উদ্ধার ২৭ ভারতীয়

নয়াদিল্লি : অবশেষে ঘুম ভাঙল মোদি সরকারের। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই চলছিল উৎকণ্ঠা। অবশেষে সেই টানটান উত্তেজনার অবসান। মায়ানমারের দুর্গম এলাকায় পাচার হয়ে যাওয়া ২৭ জন ভারতীয় যুবককে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা হল ভারতে। দিল্লির কূটনৈতিক তৎপরতা এবং বিদেশ মন্ত্রকের হস্তক্ষেপে শনিবার তাঁরা দিল্লিতে ফিরেছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার ওই যুবকদের থাইল্যান্ডে ভাল বেতনের চাকরির টোপ দিয়ে পাচারকারী এজেন্টরা নিয়ে যায়। এরপরেই অভিযোগ ওঠে, সেখানে পৌঁছনোর পরে তাঁদের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয়, জোর করে মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আটকে রেখে তাঁদের সাইবার জালিয়াতির কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কাজ করতে না চাইলে তাঁদের শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখানো হত বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পরেই কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রাম মোহন নাইডু বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে জরুরি ভিত্তিতে চিঠি পাঠান। ইয়াঙ্গুনের ভারতীয় দূতাবাস মায়ানমার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরিস্থিতির জটিলতা সত্ত্বেও ভারত সরকারের চাপে যুবকদের উদ্ধার করা হয়। তাঁদের পরিবার সূত্রে খবর, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁদের সঙ্গে ফোনে কথা হত। তাঁরা কোথায় আছেন বা কেমন আছেন, কিছুই জানা যেত না। তাই পরিবারের সকলেই বেশ চিন্তায় ছিল।

ভেনেজুয়েলার পর সিরিয়া, আইএসকে 'উচিত শিক্ষা' দিতে মার্কিন সেনার হামলা আকাশপথে

ওয়াশিংটন : আবার আইএসকে উচিত শিক্ষা দিতে নামল আমেরিকা। সিরিয়া জুড়ে আইএসকে লক্ষ্য করে হামলা চালাল মার্কিন সেনা। মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ অন্তত ৩৫টি নিশানায়। মার্কিন সেন্টার কমান্ডোর তরফেই হামলার কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে পেন্টাগন বিস্তারিত তথ্য দেয়নি। মার্কিন প্রশাসনের যুক্তি, এটি আসলে প্রত্যাঘাত। আগ বাড়িয়ে কোনও হামলা নয়। ডিসেম্বরে সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের অতর্কিত হামলায় দুই সেনা জওয়ানের পাশাপাশি একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর পরই ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার আইএস ঘাঁটি টার্গেট করে করে আকাশপথে হামলা চালাল আমেরিকা। এখনও পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি। মার্কিন কমান্ডো তরফে টিমথি হকিন্স জানিয়েছেন, আমাদের বার্তা খুব পরিষ্কার। যদি তোমরা আমাদের যোদ্ধাদের ক্ষতি করো, তবে আমরা তোমাদের খুঁজে বের করব এবং পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে তোমাদের শেষ করব।

অশ্লীল কনটেন্ট বরদাস্ত নয়

নয়াদিল্লি: অশ্লীল কনটেন্ট ছড়ানোর অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ৩,৫০০টি পোস্ট ব্লক এবং ৬০০টি অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি ডিলিট করেছে এলেন মাস্কের সংস্থা এক্স। ভবিষ্যতে এই ধরনের কনটেন্ট এই প্ল্যাটফর্মে আর প্রকাশ করা হচ্ছে কি না সেদিকে ও নজর রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে। কেন্দ্রের তরফে ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ না মানলে ভারতীয় আইন অনুযায়ী কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার নলিনী গুহ সভাঘরে শৈলী শপথ পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রদান করা হয় সম্মাননা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুকুল চক্রবর্তী

খোলা হাওয়া

স্বরাঞ্জলি

» পদ্মভূষণ উস্তাদ রাশিদ খানের শিষ্যা কোয়েল ভট্টাচার্য এবং পণ্ডিত শুভঙ্কর ব্যানার্জির শিষ্য কুন্তল দাস তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'কোয়েন্তল আর্টস'। তারপর থেকেই দু'জনে তাঁদের শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে প্রত্যেক বছর গুরু-বন্দনা করেন। তারই পরম্পরায় এ-বছরও ৯ জানুয়ারির হিমেল সন্ধ্যায় গুরু-তর্পণে 'স্বরাঞ্জলি' নিবেদন করলেন কোয়েল-কুন্তল। উদীতার ক্লাব ডি ভিলে। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিদূষী নিবেদিতা ব্যানার্জি। অভীক রক্ষিতের স্তোত্রপাঠ এবং কোয়েন্তল আর্টসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা বছর ছয়েকের সম্রাজ্ঞী ভট্টাচার্যের রাগ ভৈরবের বন্দিশে স্বরাঞ্জলি শুরু হল। তারপর উদ্ভাস মজুমদারের একক তবলাবাদন এবং মোহিত রাওগণ-মণিদীপা সেনাপতি-অলিভা মণ্ডলদের ত্রয়ী পরিবেশনা দর্শকরা উপভোগ করলেন। সঙ্গতে ছিলেন তবলায় দেবার্ঘ্য দাস ও হারমোনিয়ামে কোয়েল ভট্টাচার্য। কণ্ঠসঙ্গীতে কোয়েল দাশগুপ্ত নাহা সকলের মন জয় করে নিলেন। সঙ্গতে ছিলেন তবলায় অভিজিৎ কাষ্ঠ ও হারমোনিয়ামে প্রদীপ পালিত। তালসেন অ্যাকাডেমির অভীক ব্রহ্ম ও অদ্বয় গুপ্তর যুগ্ম তবলাবাদনে অডিটরিয়ামে ছড়িয়ে পড়ল উষ্ণতা। এই পর্বে হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন প্রদীপ পালিত। সরোদসম্রাট উস্তাদ আলি আকবর খানের শিষ্য শেষ পর্বে আসরে বসলেন। মার্কিনবাসী সরোদিয়া ডেভিড ট্রাসফ, ১৯৭৩-এ উস্তাদজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আলাপ সেরে বিস্তারের মধ্যভাগে যখন তিনি 'খেলা' করছেন দর্শকগণ বিভোর হয়ে ওম গ্রহণে তন্ময়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিয়ে তবলায় যথাযথ সঙ্গত করেন ঋষভ সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দীপঙ্কর সরকার। সম্মোহন যখন ভাঙল তখন রাত এগারোটা। নলেন গুড় না হোক খেজুর ফুলের সুবাসে উদিতা তখন ম-ম করছে।

টিব্যাক কার্নিভাল ২০২৬

» টাকী বয়েজের প্রাক্তনী সংগঠন 'টিব্যাক' আয়োজিত কার্নিভাল ২০২৬ অনুষ্ঠিত হল টাকী বয়েজ স্কুল প্রাঙ্গণে, ১০ এবং ১১ জানুয়ারি। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, স্কুলের অন্যতম প্রাক্তনী কুণাল ঘোষ। দু'দিন এখানে ছিল জমজমাট কর্মসূচি। বসেছিল বইমেলা, খাদ্যমেলা, হস্তশিল্প মেলা, স্বাস্থ্য শিবির-সহ অনেক কিছু। সেইসঙ্গে আয়োজিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবিবার মঞ্চে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'চন্দ্রবিন্দু'র অন্যতম সঙ্গীতশিল্পী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। ছিল ম্যাজিক শো। বইমেলায় অংশ নিয়েছে শিশু সাহিত্য সংসদ, কিশলয় প্রকাশনী, দীপ প্রকাশন, রৌনক পাবলিকেশনের মতো প্রকাশনা সংস্থা। স্টলগুলোয় ছিল নামীদামি সাহিত্যিকদের লেখা হরেকরকম বইয়ের সম্ভার। খাদ্যমেলায় ছিল মোমো, ফুচকা, পাপড়িচাট, ফিশ ফ্রাই, কাবাব, নিমকি, কিমা ঘুগনি, ড্রাই চিলি চিকেন, চা, কফি, কেক, মাফিন, চকোলেট ক্যান্ডি, কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুরদম, আচার, জয়নগরের মোয়া, পাটিসাপটা, পাটালিগুড়, নলেন গুড় ইত্যাদি। আর ছিল হ্যান্ডলুম শাড়ি, কুর্তি, পাঞ্জাবি, হাতে তৈরি ঘর সাজানো সামগ্রী-সহ আরও অনেক কিছু। স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে ছিল ব্লাড প্রেশার এবং সুগার পরীক্ষার ব্যবস্থা। ট্যারট কার্ড রিডিং এবং আপনার পায়ের গঠন অনুযায়ী কেমন জুতো পরা উচিত সেই পরামর্শের আলাদা কাউন্টারও ছিল। রবিবার সন্ধ্যায় বসেছিল প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন পর্ব। শীত সন্ধ্যায় জমে উঠেছিল কার্নিভাল।

বার্ষিক অনুষ্ঠান

» বাচিক শিল্পী শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায়ের বেলঘরিয়া চরৈবেতি অ্যাকাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল বরানগর রবীন্দ্রভবনে। ছিল চাঁদের হাট। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির সহ-আচার্য অধ্যাপক ড. ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আন্তর্জাতিক তালবাদ্য শিল্পী ও সুরকার মল্লার ঘোষ, বাচিক শিল্পী মল্লিকা ঘোষ, সাংবাদিক ফিরোজ হোসেন, বাচিক শিল্পী নাট্য পরিচালক প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ড. আবু ফারাহ হক, অধ্যাপিকা ড. অমৃতা ভট্টাচার্য, বাচিক শিল্পী ও সঞ্চালিকা উমা সরকার, সাংবাদিক শিবাজী দে সরকার, সমাজকর্মী ও চিকিৎসক নায়েব সিদ্দিক, সমাজকর্মী সঞ্জয় বসু প্রমুখ। ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ-গান-কবিতায় মঞ্চ ছিল আলোকিত। অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান দুই বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তন্ময় মুখোপাধ্যায় ও অমিত চৌধুরি অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করে। রিফ্লেকশন পারফর্মিং আর্টয়ের গুরু নৃত্যশিল্পী অনুপা নন্দী চক্রবর্তী ও তাঁর ছাত্রীদের উপস্থাপনা ছিল নজরকাড়া। সেই সঙ্গে সঞ্চয়িতা রায় ও বিস্মিতা বসুর নৃত্য ছিল অনবদ্য। নিমাই বিশ্বাস ও শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্চিতা রায় মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে শ্রুতি নাটকটিও ছিল হাস্যরসে পরিপূর্ণ। সঞ্চালিকা সঞ্চিতা রায় মুখোপাধ্যায় সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে বিনি সুতোয় বেঁধে রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

আহারে প্রগতি

» কেষ্টপুরের প্রগতি সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত গেল চারদিনের জমজমাট ফুড ফেস্টিভ্যাল 'আহারে প্রগতি'। ৮ জানুয়ারি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৃঞ্জয় বসু, রূপম ইসলাম প্রমুখ। বাংলা ব্যান্ড ভূমির সঙ্গীত পরিবেশনা মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল শ্রোতাদের। এই ফুড ফেস্টিভ্যালে একই ছাদের নিচে ছিল বাঙালির চিরাচরিত স্বাদের খাবার থেকে শুরু করে নানান আধুনিক ও ফিউশন পদ। স্থানীয় খাদ্য উদ্যোক্তা ও বিক্রেতাদের দেওয়া স্টলগুলো উৎসবে আসা সকলেরই নজর কেড়েছে। আয়োজকরা জানান, এই ফেস্টিভালের মূল উদ্দেশ্য শুধু খাবার নয়, বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এক সুতোয় বাঁধা এবং স্থানীয় প্রতিভাদের তুলে ধরা। রবিবার ছিল শেষদিন। জমে উঠেছিল ফেস্টিভ্যাল।

কবিতা সন্ধ্যা

» ৬ জানুয়ারি কলকাতায় লীলা রায় সভাগৃহে আয়োজিত হয় কবিতা সন্ধ্যা। হীরক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কাব্যবীথি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অমিতাভ গুপ্ত, রফিক উল ইসলাম, নমিতা চৌধুরি, পিনাকী রায়, সমরেন্দ্র মণ্ডল, অঞ্জন সেন। কবিতাপাঠে অংশ নেন কেতকীপ্রসাদ রায়, বিশ্বজিৎ রায়, অরুণাভ রাহা রায়, শাকিল আহমেদ, জুলি লাহিড়ী প্রমুখ। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি। সঞ্চালনা করেন মধুছন্দা তরফদার। সহযোগিতায় ছিলেন সন্দীপা মুখোপাধ্যায়।

আলোচনাসভা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

» কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জানুয়ারি স্টুডেন্টস উইক উপলক্ষে স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কিত একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রীদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে সচেতনতা, দাঁত সম্পর্কিত সচেতনতা, মেনস্ট্রুয়াল সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। উদ্বোধন করেন কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপিকা তপতী চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সুশ্রীজ ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিকাল টেকনোলজি অ্যান্ড অপটোমেট্রি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অরিজিৎকুমার চ্যাটার্জি, অধ্যাপক ডেন্টাল সার্জন সৌমিত্র বসু, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের গবেষক শ্রীলেখা ভট্টাচার্য। ৭ জানুয়ারি, ছাত্র সপ্তাহের তৃতীয় দিনে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজন করেছিল তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার। বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মতাদর্শ'। এর মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলি হল যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী জাগরণ, শ্রীশ্রী মা সারদা, ভগিনী নিবেদিতা ও নারী শিক্ষা প্রসার, স্বামী বিবেকানন্দের আর্যজননী : নারীশক্তি ও জাতিগঠনের আদর্শ, স্বামী বিবেকানন্দের নারী-ভক্তবৃন্দ।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

» তাপসকুমার পাল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি আয়োজিত হল তৃতীয় প্রজ্ঞা আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। সঙ্গীত, নৃত্য ও সংস্কৃতির মিলনে এক গৌরবময় সন্ধ্যার সাক্ষী থাকল সাংস্কৃতিক মহল। এই বছরের প্রজ্ঞা আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হলেন শ্রীলঙ্কার কলম্বোর ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস বিভাগের বেহালাবাদক অধ্যাপক ড. রুউইন রঙিত ডায়াস, প্রবীণতম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্ত, মণিপুরী নৃত্যের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী অধ্যাপক গুরু কলাবতী দেবী, খ্যাতনামা পাখোয়াজ গুরু অধ্যাপক পণ্ডিত চঞ্চল ভট্টার্য এবং এসরাজ ও হারমোনিয়াম বাদক অধ্যাপক পণ্ডিত দেবপ্রসাদ দে। পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মাঠে ময়দানে
12 January, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে বল করার সময় পিঠে চোট পেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর

১০ গোল দিল সিটি

আরও একটি গোল। উৎসব সিটি ফুটবলারদের।

ম্যাঞ্চেস্টার, ১১ জানুয়ারি : এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে তৃতীয় ডিভিশনের দল এক্সেটার সিটিকে ১০-১ গোলে উড়িয়ে দিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বড় জয় পেয়েছে চেলসিও। তবে চমক দিয়েছে ষষ্ঠ ডিভিশনের দল ম্যাকলসফিল্ড। অনামী ক্লাবের কাছে ১-২ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেস।

এক্সেটারের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশের বেশ কয়েকজন তারকা বিশ্রাম দিয়েছিলেন পেপ গুয়ার্দিওলা। তাতেও অবশ্য বিরাট ব্যবধানে জিততে সমস্যা হয়নি সিটির। এদিন প্রথমবার সিটির জার্সি গায়ে চাপিয়েই একটি গোল এবং একটি অ্যাসিস্ট করেছেন সদ্য যোগ দেওয়া ঘানার স্ট্রাইকার আঁতোয়া সেমেনিও। এছাড়া জোড়া গোল করেন রিকো লুইস। বাকি গোলগুলি করেন ম্যাক্স অ্যালেন, রদ্রি, টিয়ানি রেইন্ডার্স, নিকো ও'রিলি, রায়ান ম্যাকআইডু। এছাড়া দু'টি গোল আত্মঘাতী। এক্সেটারের একমাত্র গোলটি করেন জর্জ বিরিচ।

অন্যদিকে, চেলসি ৫-১ গোলে হারিয়েছে দ্বিতীয় ডিভিশনের দল চার্লটন অ্যাথলেটিক এফসিকে। চেলসির গোলদাতা জোরেল হাটো, টোসিন আদারাবায়ো, মার্ক গুইউ, পেড্রো নেটো এবং এনজো ফার্নান্ডেজ। চার্লটনের একমাত্র গোলদাতা মাইলস লিবার্ন।

এদিকে, গতবারের এফএ কাপজয়ী ক্রিস্টাল প্যালেস অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গিয়েছে ম্যাকলসফিল্ডের বিরুদ্ধে। ষষ্ঠ ডিভশনের ক্লাবটির হয়ে গোল করেন পল ডসন এবং ইসাক বাকলি-রিকেটস। প্যালেসের গোলদাতা ইয়েরেমি পিনো। ম্যাচের পর ক্ষিপ্ত প্যালেস কোচ অলিভার গ্লাসনার বলেছেন, এই হার কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

লাল বলে বিরাটকে মিস করি: ডোনাল্ড

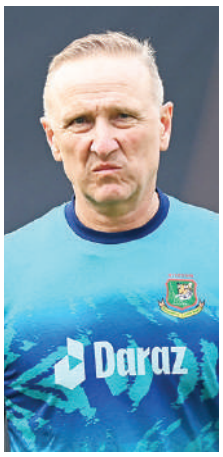

কেপটাউন, ১১ জানুয়ারি : টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরাট কোহলির অপ্রত্যাশিত অবসর দুঃখ দিয়েছে অ্যালান ডোনাল্ডকে। কিংবদন্তি প্রোটিয়া পেসার যদিও মনে করেন, কিং কোহলির ক্রিকেটের খিদেটা এখনও কমে যায়নি। এই খিদে ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকবে।

২০১৪-১৫ আইপিএলে আরসিবির বোলিং কোচ ছিলেন ডোনাল্ড। সেই সময় বিরাটকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলছেন, বিরাটের মধ্যে যে খিদে দেখেছি, তেমনটা আর কোনও ক্রিকেটারের মধ্যে দেখিনি। আমি ওকে দারুণ সম্মান করি। ট্রেনিংয়ের সময়ও বিরাটের মতো পরিশ্রম করতে আর কোনও খেলোয়াড়কে দেখিনি। মনে হত, মানুষ নয় যেন মেশিন। যদি শচীন তেন্ডুলকরের কাছাকাছি কেউ পৌঁছতে পারে, তবে সেটা কিন্তু বিরাটই।

ডোনাল্ডের সংযোজন, টেস্ট ক্রিকেটে আমি বিরাটকে মিস করি। ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, এবি ডি'ভিলিয়ার্সের মতো বিরাটও বড় তাড়াতাড়ি লাল বলের ফরম্যাট থেকে অবসর নিল। বিরাট আরও কয়েকটা বছর অনায়াসে টেস্ট খেলতে পারত। তবে ও যে ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাবে, এটা নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। আমি নিশ্চিত, বিরাটকে আরও একটা বিশ্বকাপ খেলতে দেখব।

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে নিজের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্য নিয়েও আশাবাদী ডোনাল্ড। তিনি বলেছেন, আমরা সম্ভবত ভারতের মাটিতেই টি-২০ বিশ্বকাপের বেশিরভাগ ম্যাচ খেলব। দক্ষিণ আফ্রিকা দল যথেষ্ট শক্তিশালী। চমৎকার ভারসাম্যও রয়েছে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। আমার ধারণা, টি-২০ ফরম্যাটের জন্য সেরা পিচ ভারতেই তৈরি হয়। ফলে ব্যাটাররা রান পাবে বলেই আমার বিশ্বাস। বোলিং যদি ঠিকঠাক হয়, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার কাপ জেতার সুযোগ রয়েছে।

সালাহ-ম্যাজিকে শেষ চারে মিশর

আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে সালাহর গোল।

আগাধির, ১১ জানুয়ারি : চার বছর পর আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের সেমিফাইনালে মিশর। কোয়ার্টার ফাইনালে টানটান উত্তেজনার মধ্যে মহম্মদ সালাহরা ৩-২ গোলে হারিয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্টকে। চার মিনিটেই ওমর মারমুশের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মিশর। ৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রামি রাবিয়া। তবে দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি আইভরি কোস্ট। টানা আক্রমণ শানিয়ে মিশর রক্ষণকে চাপে রেখেছিলেন আইভরি কোস্টের ফুটবলাররা। সেই চাপ সামলাতে গিয়ে ৪০ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন নিশরের লেফট ব্যাক আহমেদ এল ফোতুহ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও টানা আক্রমণ শানিয়েছে আইভরি কোস্ট। যদিও ৫২ মিনিটে সালাহ-ম্যাজিকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মিশর। বক্সের বাইরে বল পেয়ে বিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন লিভারপুল তারকা।

যদিও ৭৩ মিনিটে গুয়েলা ডুয়ের গোলে ২-৩ করে ফেলেছিল আইভরি কোস্ট। ম্যাচের বাকি সময় একের পর এক আক্রমণ শানিয়েও অবশ্য সমতা ফেরাতে পারেনি তারা। ফলে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত সালাহ বলেন, দুর্দান্ত একটা জয়। এই জয়ে অবদান রাখতে পেরে দারুণ লাগছে। জাতীয় দলের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস ট্রফিটা জিততে পারেননি সালাহ। অধরা স্বপ্নপূরণ থেকে তিনি আর মাত্র দু'টি জয়ের দূরত্বে। সেমিফাইনালে সাহালদের সামনে সেনেগাল। এদিকে, অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে নাইজেরিয়া ২-০ গোলে হারিয়েছে আলজিরিয়াকে। গোল করেন ভিক্টর ওসিমেন এবং আকর অ্যাডামস। সেমিফাইনালে নাইজেরিয়ার সামনে আয়োজক মরক্কো।

অর্শদীপ বাদ, ক্ষুব্ধ অশ্বিন

বরোদা, ১১ জানুয়ারি : সাদা বলের ক্রিকেটে যখনই দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন, নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। সেটা ওয়ান ডে হোক বা টি-২০। অথচ রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দল থেকে বাদ পড়লেন অর্শদীপ সিং। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে সোচ্চার হয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, দীপ সিং কোথায়? শেষ একদিনের ম্যাচ ও-ই কিন্তু ছিল ভারতের কৃপণতম বোলার। কিছুক্ষণ পর অশ্বিন ফের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ওকে কি বিশ্রাম দেওয়া হল? কিন্তু একজনকে স্কোয়াডে রাখার পর বিশ্রাম দেওয়া যুক্তিটা কী! বিশ্রাম দিতে বুমরার মতো সিরিজেই বিশ্রাম দিতে পারত। ধারাবাহিকভাবে সুযোগ না পাওয়া কিন্তু ছন্দ এবং পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলতে পারে। অশ্বিনের সুরে সুর মিলিয়ে অর্শদীপ সিংকে না খেলানো নিয়ে গম্ভীরকে তোপ দেগেছেন নেটিজেনরাও। একজন লিখেছেন, কৃপণ বোলার অর্শদীপ বাদ। অথচ 'রান মেশিন' প্রসিধ খেলছে! এটা স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব। আরেকজন লিখেছেন, অর্শদীপকে বাদ দেওয়া যেন টিম ম্যানেজমেন্টের অভ্যাস।

রোহিতদের '২৭ বিশ্বকাপে দেখছেন কালিস-বাউচার

পার্ল, ১১ জানুয়ারি : ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে দেখতে পাচ্ছেন জ্যাক কালিস। দু'জনেই বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে একদিনের সিরিজ খেলছেন।

নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ভারত যখন ২০২৭ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নামবে তখন রোহিতের বয়স হবে ৪০। বিরাটের বছর দুয়েক কম। প্রশ্ন উঠছে দুই তারকার পক্ষে বিশ্বকাপের ধকল নেওয়া সম্ভব কি না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেছেন, বিরাট ওর শরীরের অবস্থা জানে। ও জানে কখন খেলা ছাড়তে হবে। আর সেটা জানে বলেই এই জায়গাটা ওর প্রাপ্য। রোহিতও অসাধারণ প্লেয়ার। ওরও বিশ্বকাপে খেলা উচিত। প্রসঙ্গত, রোহিত ও বিরাট এখন শুধু একদিনের ক্রিকেট খেলেন। দু'জনেই রানের মধ্যে আছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক প্রাক্তন মার্ক বাউচারও বিরাটকে বিশ্বকাপে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি মনে করেন ফিটনেস বিরাটের কাচে কোনও ইস্যু নয়। আসল ব্যাপার হল তিনি নিজে বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে চান কি না। বাউার বলেছেন, বিরাট যে বিশ্বকাপে খেলবে এটা নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। শুধু প্রশ্ন হল ও নিজে ইচ্ছুক কি না। আমার মনে হয় ও খেলতে চায়। আর

বিরাট ওর শরীরের অবস্থা জানে। ও জানে কখন খেলা ছাড়তে হবে। আর সেটা জানে বলেই এই জায়গাটা ওর প্রাপ্য। রোহিতও অসাধারণ প্লেয়ার। বিশ্বকাপে ওরও খেলা উচিত।

বিশ্বকাপে বিরাটকে দরকার ভারতের। টেস্টে বিরাট ও রোহিত না থাকায় ভারতীয় দলে বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তাই আমার মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে দু'জনকেই দরকার হবে দলের।

এদিকে, ২০২৪-এ টি-২০ বিশ্বকাপ অল্পের জন্য মিস করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কালিস বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা পরের বছর বিশ্বকাপে ভালই শুরু করবে। তবে তাদের একটু কপালেরও দরকার আছে। তাঁদের দেশের জুনিয়াররা যে ভাল করছে এটা দেখে সন্তোষ জানিয়েছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার। তাঁর কথায়, দক্ষিণ আফ্রিকার জুনিয়র ক্রিকেটাররা ভাল খেলছে। বিশাল দর্শকের সামনে আন্তর্জাতিক কোচেদের তত্ত্বাবধানে সিনিয়রদের সঙ্গে বড় ম্যাচ খেলছে। আশা করি এভাবেই ওরা দাঁড়িয়ে যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দলের সংস্কৃতি ঠিক রাখা অধিনায়কের দায়িত্ব, স্টোকসকে তোপ অ্যান্ডারসনের

মাঠে ময়দানে

12 January, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

জেমাইমাদের টানা দ্বিতীয় হার

নভি মুম্বই, ১১ জানুয়ারি : দ্বিতীয় ম্যাচেও হারল দিল্লি ক্যাপিটালস। দুই বিদেশি লিজেল লি (৮৬) ও লরা উলভার্ট (৭৭) চেষ্টা করেও গুজরাটের রান টপকাতে পারেননি। অধিনায়ক জেমাইমা রডরিগেজ (১৫) ও শেফালি ভার্মার (১৪) রান না পাওয়া দিল্লির হারের বড় কারণ। গুজরাট প্রথমে ব্যাট করে ২০৯ রান তোলার পর দিল্লি ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৫ রান করে ম্যাচ হেরে যায় ৪ রানে।

গুজরাট জায়ান্টস প্রথম ম্যাচে পুরো পয়েন্ট পাওয়ার পর আত্মবিশ্বাসে যে ফুটছে, সেটা বোঝা গেল রবিবার তাদের ব্যাটিংয়ে। ২০ ওভারে ২০৯ বেশ ভাল রান। তারা সেখানেই পৌঁছল। আর এটা সম্ভব হয়েছে দুই বিদেশি ব্যাটার সোফি ডিভাইন ও অ্যাসলে গার্ডনারের জন্য। তার আগে বেথ মুনি ১৯ রান করে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডিভাইনের সঙ্গে প্রথম উইকেটের জুটিতে ৯৪ রান তুলে ফেলার পর স্বস্তিতে ছিল গুজরাট।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডিভাইন আর গার্ডনার যথেষ্ট বড় নাম। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে এঁরা যথেষ্ট। ডিভাইন এদিন ৪২ বলে ঝোড়ো ৯৫ রান করেছেন। কম যাননি গার্ডনারও। তিনি ২৬ বলে করেন ৪৯ রান। ডিভাইন ৮টি ছক্কা ও ৭টি বাউন্ডারি মেরেছেন। গার্ডনারের তিন ছক্কা ও ৪টি বাউন্ডারি। এক সময় গুজরাটের রান ছিল এক উইকেটে ১২৬। কিন্তু পরের দিকে তাদের ব্যাটাররা আর কেউ বড় রান পাননি। ফলে ইনিংসের শেষ বলে গুজরাট অল আউট হয়ে যায় ২০৯ রানে।

ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে মারমুখী মেজাজে সোফি ডিভাইন। রবিবার।

জেমাইমা রডরিগেজ এদিন টসে জিতে আগে গুজরাট জায়ান্টসকে ব্যাট করতে দেন। ডব্লুপিএলে এই দু'দলের খেলায় এর আগে দিল্লি ক্যাপিটালস যেখানে চারবার জিতেছিল, সেখানে দিল্লি জিতেছে দু'বার। আগের তিনটি ম্যাচে যে দল আগে ব্যাট করেছিল তারাই জিতেছে। সুতরাং জেমাইমা ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার উপর প্রথম ম্যাচে দিল্লি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ৫০ রানে হেরেছিল। গুজরাট কিন্তু প্রথম ম্যাচে ইউপি ওয়ারিয়র্সকে ১০ রানে হারিয়ে ভাল শুরু করেছিল।

নভি মুম্বইয়ের এই উইকেটকে ব্যাটিং প্যারাডাইস বলা হচ্ছে। তার সঙ্গে সবুজ আউটফিল্ড। কিন্তু সুইং একটা ফ্যাক্টর এখানে। বিশেষ করে মারিজান কাপের মতো পেসারদের জন্য। তবে গুজরাট ২০৯ রান তুলে ফেলার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে ব্যাটারদের জন্য অনেক কিছু আছে। শুধু পরের দিকে আর গুজরাটের ব্যাটাররা সুবিধাটা ধরে রাখতে পারেননি। মারিজান কাপ চার ওভারে ২৫ রান দিয়ে কোনও রান পাননি। কিন্তু হেনরি ৪৩ রানে দুই উইকেট নিয়েছেন। শ্রী চারনি ৪২ রানে নেন একটি উইকেট। তবে গুজরাট ব্যাটারদের সব থেকে ভুগিয়েছেন নন্দনি শর্মা। তিনি চার ওভারে ৩৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন।

বিশ্বকাপ ধরে রাখতে বরুণই বাজি সৌরভের

কেপটাউন, ১১ জানুয়ারি : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকেই ফেভারিট বলছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ, সূর্যকমার যাদবের দলের স্পিন শক্তি। এই জায়গায় ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়কের বাজি রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর ফর্ম। দেশের মাটিতে ছন্দে থাকা বরুণই ভারতের তুরুপের তাস হতে পারে, মনে করছেন সৌরভ।

সৌরভ এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসকে কোচিং করাচ্ছেন। কেপটাউনে সাংবাদিক সম্মেলনে সৌরভ বলেছেন, ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে! আর টি-২০ বিশ্বকাপের মতো বড় প্রতিযোগিতায় আমার ফেভারিট ভারতই। আশা করি, খেতাব ধরে রাখতে পারবে সূর্যরা।

কেন বিশ্বকাপে ভারতকেই এগিয়ে রাখছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সৌরভ। তিনি বলেছেন, ভারতীয় দলের স্পিন-শক্তি খুবই ভাল। বরুণ যদি ফিট থাকে, তাহলে ভারতের পক্ষে স্বস্তির ব্যাপার হবে। বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের চার স্পিনার রয়েছে। বরুণ ছাড়াও বাকি তিন স্পিনার হলেন কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং অক্ষর প্যাটেল।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ লিগে হেড কোচের দায়িত্ব কেমন উপভোগ করছেন? সৌরভের কথায়, এই প্রথম কোনও দলের প্রধান কোচের ভূমিকা পালন করছি। দায়িত্বটা উপভোগ করছি। খেলোয়াড় হিসেবেও আমার কিছু সুখস্মৃতি রয়েছে এখানে। দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দাল আমার খুব ঘনিষ্ঠ। ও আমাকে কোচ হিসেবে চেয়েছিল বলেই দায়িত্বটা নিই।

ব্রিসবেনে ট্রফি জয় সাবালেঙ্কার

ব্রিসবেন, ১১ জানুয়ারি: ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নিখুঁত প্রস্তুতি সারলেন আরিনা সাবালেঙ্কা। মেয়েদের সিঙ্গলসে বিশ্বের এক নম্বর তারকা বেলারুশের তরুণী রবিবার ফাইনালে ইউক্রেনের মার্তা কোস্টিউককে মাত্র ৭৯ মিনিটেই হারিয়ে দিলেন। স্ট্রেট সেটে সাবালেঙ্কা জিতলেন ৬-৪, ৬-৩। ব্রিসবেনের কুইন্সল্যান্ড টেনিস সেন্টারে সাবালেঙ্কা তাঁর মুকুট রক্ষা করেন। যেখানে ২০২৩ থেকে চার বছরের মধ্যে তিনবার শিরোপা জিতলেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি মেলবোর্নে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। গত চার বছরের মধ্যে তৃতীয়বার সেখানে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যে নামবেন সাবালেঙ্কা। গতবার মেলবোর্ন পার্কে ফাইনালে ম্যাডিসন কিসের কাছে হেরেছিলেন তিনি। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন বেলারুশের তারকা। ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল জিতে সাবালেঙ্কা বলেন, প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। আমি মনে করি, এই সপ্তাহটা আমি সত্যিই ভাল খেলেছি।

যুবভারতীই হোম ভেনু দুই প্রধানের

প্রতিবেদন: আইএসএলে নিজেদের ঘরের মাঠ অর্থাৎ হোম ম্যাচের ভেনু হিসেবে যথারীতি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকেই দেখাচ্ছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। ময়দানের আর এক প্রধান মহামেডান গতবারের মতো এবারও আইএসএলে তাদের ঘরের মাঠ দেখাবে কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে। আইএসএলের নতুন দল ইন্টার কাশী তাদের হোম গ্রাউন্ড দেখাতে পারে কিশোরভারতী অথবা বারাসত স্টেডিয়ামকে।

বাগানের প্রস্তুতি ম্যাচের একটি মুহূর্ত।

সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যে হোম ম্যাচের ভেনুর তালিকা জানানোর চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেইমতো কলকাতার দুই প্রধান তাদের প্রথম পছন্দের 'হোম ভেনু' হিসেবে যুবভারতীকেই দেখাচ্ছে। মেসিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত যুবভারতী সংস্কারের প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। একমাত্র রাজ্য সরকার আইএসএলের জন্য এবার কোনওভাবে যুবভারতী দিতে না পারলে তবেই বিকল্প 'হোম ভেনু' হিসেবে ময়দানে নিজেদের মাঠ, কিশোরভারতী, বারাসত বা কল্যাণীকে দেখাতে পারে দুই প্রধান।

রবিবার নিজেদের রিজার্ভ দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ৪-০ গোলে জিতল মোহনবাগান। জোড়া গোল করেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। আসন্ন আইএসএলে ফের সমর্থকদের প্রত্যাশাপূরণ করতে মুখিয়ে রয়েছেন দিমি। অন্যদিকে, মঙ্গলবার সন্তোষের বাংলা দলের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল।

বাংলাদেশ ম্যাচ পাকিস্তানে চায় পাক বোর্ড

লাহোর, ১১ জানুয়ারি: মুস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে ঘোরালো পরিস্থিতিতে হঠাৎ আসরে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি পাকিস্তানের মাটিতে খেলার প্রস্তাব দিয়েছেন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি। জিও নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিসিবি-কে) নকভির বার্তা, বাংলাদেশ টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে খেলতে যেতে না চাইলে পাকিস্তানে আসতে পারে। লিটন দাসদের জন্য মাঠ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা-সহ সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। যদিও পিসিবি-র তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশ বোর্ডও বিবৃতি দেয়নি। বিসিবি কর্তারা এখন আইসিসি-র সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। শোনা যাচ্ছে, ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় তাদের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি খেলার যে প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ, তা অসম্ভব এবং অবাস্তব বলে খারিজ করে দিয়েছে আইসিসি। এমনও জানা গিয়েছে, বিসিবি-কে ভারতেরই কোনও বিকল্প কেন্দ্রের প্রস্তাব দিতে পারে আইসিসি।

শীর্ষে হাওড়া-হুগলি

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগের শীর্ষে উঠে এল হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। হোসে ব্যারেটোর প্রশিক্ষণাধীন হাওড়া-হুগলি রবিবার ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে জেএইচআর রয়্যাল সিটিকে (১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট) টপকে গেল ব্যারেটোর দল। দিনের অন্য ম্যাচে রয়্যাল সিটি গোলশূন্য ড্র করেছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসির সঙ্গে। ১০ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রইল সুন্দরবন। অন্যদিকে, ১০ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় তলানিতেই আটকে রইল কোপা টাইগার্স।

প্রাক্তন ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'লাল কার্ডের বাইরে' প্রকাশিত হল। অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বইয়ের উদ্বোধনে ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজি, দীপেন্দু বিশ্বাস, বাইচুং ভুটিয়া ও দুই ক্লাব কর্তা দেবাশিস দত্ত ও দেবব্রত সরকার।

মাঠে ময়দানে
12 January, 2026 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একটা কাপ আমরা রেখেছি। আর একটাকেও যেতে দেব না। ছেলেদের টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে জেমাইমা

নেই ঋষভ, এলেন জুরেল

বরোদা, ১১ জানুয়ারি : চোট যেন পিছু ছাড়ছে না ঋষভ পন্থের। এবার ছিটকে গেলেন ভারত-নিউজিল্যান্ড একদিনের সিরিজ থেকেও। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে ধ্রুব জুরেলকে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলে শুক্রবার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ঋষভ। শনিবার প্র্যাকটিসে এই অঘটন ঘটেছে। দলের থ্রো ডাউন স্পেশালিস্ট যখন তাঁকে প্র্যাকটিস দিচ্ছিলেন, তখন একটি বল তাঁর পাঁজরে এসে লাগে। তাতে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন ঋষভ। সাপোর্ট স্টাফেদের সঙ্গে ছুটে আসেন গৌতম গম্ভীর। ঋষভ অতঃপর মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। বোর্ডের পক্ষ থেকে পরে বলা হয়েছে ঋষভের এমআরআই রিপোর্টে সাইড স্ট্রেইন ধরা পড়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় ইন্টারনাল সাইড স্ট্রেইন। এরপরই বোর্ড জানিয়ে দেয় তিন ম্যাচের এই সিরিজে ঋষভ খেলতে পারবেন না। জুরেলকে পরিবর্ত হিসাবে নেওয়া হয়েছে হাজারে ট্রফিতে ভাল খেলার জন্য। যেখানে ৭ ইনিংসে তিনি ৫৫৮ রান করেছেন। গড় ৯৩।

বিরাট দাপটে রুদ্ধশ্বাস জয়

নিউজিল্যান্ড: ৩০০/৮ (৫০ ওভার)
ভারত: ৩০৬/৬ (৪৯ ওভার)

বরোদা, ১১ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরু করলেন বিরাট কোহলি। রবিবার বিরাটের ৯১ বলে ৯৩ রানের দুরন্ত ইনিংসের সৌজন্যে কিউয়িদের ৪ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। মাত্র সাত রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও, এদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২৮ হাজার রান করার নজির গড়েছেন বিরাট। তিনি ভেঙে দিলেন শচীন তেন্ডুলকরের রেকর্ডকে। শচীন ৬৪৪তম ইনিংসে এই মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন। বিরাট ৬২৪তম ইনিংসে করে তাঁকে টপকে গেলেন।

ম্যাচটা আরও সহজে জেতার কথা ছিল। রোহিত শর্মা ২৯ বলে ২৬ রান করে আউট। অনেকদিন পর রান পেলেন অধিনায়ক শুভমন গিল। ব্যক্তিগত ৮ রানে জীবনদান পাওয়া শুভমন শেষ পর্যন্ত আউট হলেন ৭১ বলে ৫৬ রান করে। কিন্তু বিরাট আউট হওয়ার পর, রবীন্দ্র জাদেজা (৪) দ্রুত আউট হন। ভালই ব্যাট করছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনিও ৪৭ বলে ৪৯ রান করে কাইল জেমিসনের শিকার হন। ২৩ বলে ২৯ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন হর্ষিত রানা। ফলে হঠাৎ করেই চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত।

হাফ সেঞ্চুরির পথে কিং কোহলি। রবিবার বরোদায়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই চাপ কাটিয়ে জয় এনে দেন কে এল রাহুল (২১ বলে অপরাজিত ২৯ রান) এবং ওয়াশিংটন সুন্দর (৭ বলে অপরাজিত ৭)।

এদিন টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শুভমন। শুরুতেই হর্ষিতের বলে থার্ডম্যানে ডেভন কনওয়ের সহজ ক্যাচ মিস করেন কুলদীপ যাদব। মাত্র ৪ রানে জীবনদান পেয়ে হেনরি নিকোলসের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ১১৭ রান যোগ করেন কনওয়ে। দু'জনেই ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। এই জুটি ভাঙেন হর্ষিতই। তাঁর অফ স্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করে উইকেটের পিছনে কে এল রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন নিকোলস। তাঁর অবদান ৬৯ বলে ৬২। হর্ষিতেরই পরের ওভারে প্লে-ডাউন হন কনওয়ে। তিনি ৬৭ বলে ৫৬ রান করেন। এরপর থেকেই ঘন ঘন উইকেট হারতে থাকে নিউজিল্যান্ড।

ওই পরিস্থিতিতে একা লড়ে গিয়েছেন ড্যারিল মিচেল। অন্যপ্রান্তে নিয়মিত উইকেট পড়তে থাকলেও, মিচেল মাথা ঠান্ডা রেখে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ৪৮তম ওভারে ৭১ বলে ৮৪ রান করে আউট হন তিনি। তাঁর জন্যই স্কোরবোর্ডে তিনশো রান তুলেছিল কিউয়িরা।

নিউজিল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পর, বিরাট ও রোহিতকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বরোদা ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে। সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানে মঞ্চের উপর ক্রিকেট ব্যাটের আদলে একটি বড় বাক্স রাখা হয়েছিল। বাঁ দিকের পাল্লায় ছিল বিরাটের ছবি। ডানদিকের পাল্লার রোহিতের। বাক্সের দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন রো-কো। দু'জনের হাতেই পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। তারপর নিজেদের ছবির পাশে সই করেন বিরাট ও রোহিত। নতুন কোটাম্বি স্টেডিয়ামে এটাই ছিল পুরুষদের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। সেই উপলক্ষেই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সেরার ট্রফি মাকে উৎসর্গ বিরাটের

শ্রেয়সের সঙ্গে বিরাট। রবিবার বরোদায়।

বরোদা, ১১ জানুয়ারি : নতুন বছরেও ভিন্টেজ বিরাট কোহলি! নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৯১ বলে ৯৩ রান করে তিনিই ম্যাচের সেরা। আর এই পুরস্কার কিং কোহলি উৎসর্গ করছেন মাকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিরাট বলেন, এই পুরস্কার মাকে উৎসর্গ করছি। আমার এই ট্রফিগুলো মাকে গর্বিত করে।

বিরাট আরও বলেন, নিজের কেরিয়ারের দিকে ফিরে তাকালে মনে হয়, সফরটা যেন স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। নিজের দক্ষতার উপর সব সময় বিশ্বাস রেখেছি। এই জায়গায় পৌঁছনোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঈশ্বরও আমাকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। এদিনই শচীন তেন্ডুলকরের দ্রুততম ২৮ হাজার আন্তর্জাতিক রানের নজির টপকে গিয়েছেন। বিরাটের বক্তব্য, আমি রেকর্ডের পিছনে ছুটি না। আজ যদি প্রথমে ব্যাট করতাম, তাহলে আরও আগ্রাসী মেজাজ নিয়ে খেলতাম। তবে অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, রান তাড়া করার সময় কীভাবে ব্যাট করতে হয়। পরিকল্পনা ছিল, তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে, পরিস্থিতি যদি কঠিন হয়ে যায়, তাহলে পাল্টা আক্রমণ করব। কিন্তু শুরুতেই বড় শট না খেলে রান উঠছিল। তাই বাড়তি ঝুঁকি নেওয়ার দরকার হয়নি। শুভমনের সঙ্গে গোটা কুড়ি রান দ্রুত উঠতেই চাপ কমে গিয়েছিল। সিরিজের বাকি ম্যাচেও এই ফর্ম ধরে রাখতে চাই।

বরোদায় বাংলাদেশ আম্পায়ার

বরোদা, ১১ জানুয়ারি : মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে খেলতে দেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। যা নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেটমহল। উত্তাপ এখনও কমেনি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দাবি তারা টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে খেলবে না। কিন্তু এমন গনগনে ক্রিকেট আবহের মধ্যেই রবিবার বরোদায় ভারত-নিউজিল্যান্ড একদিনের ম্যাচে আম্পায়ার ছিলেন বাংলাদেশের সরফুদুল্লা ইবনে শহিদ সৈকত।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ভারতে দল পাঠাবে না বলে একই জায়গায় অবস্থান করলেও তাদের আম্পায়ারের বরোদা ম্যাচে থার্ড আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাহলে কি এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নরম হওয়ার ইঙ্গিত? সম্ভবত না। বাংলাদেশের আম্পায়ার্স সংস্থার চেয়ারম্যান ইফতেকার রহমান বলেছেন, আম্পায়ারদের বোর্ড থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে হয় না। তারা নিজেদের মতো করে ম্যাচ পরিচালনা করতে পারেন।

ইফতেকার বলেছেন, সৈকত আইসিসির আম্পায়ার। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কোনও চুক্তি নেই। তাঁদের চুক্তিতে এটাই আছে যে সৈকত আইসিসির অ্যাসাইনমেন্টে যেতে বোর্ডের অনুমতি লাগবে না। বোর্ডকে তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে। টি-২০ বিশ্বকাপে সৈকত ছাড়াও বাংলাদেশের গাজি সোহেল আইসিসি প্যানেলে রয়েছেন।

উইকেট শিকারি হর্ষিতকে নিয়ে সতীর্থদের উৎসব।

রবিবার বরোদার কোটাম্বি স্টেডিয়ামে থার্ড আম্পায়ার ছিলেন সৈকত। মাঠের দুই আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন ভারতের কেএন অনন্তপদ্মনাভন ও ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। ফোর্থ আম্পায়ার ছিলেন ভারতের রোহন পন্ডিত। ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন ভারতের জাভাগাল শ্রীনাথ।